রচনা কাল — মে-জুন, ১৯৫১

প্রথম প্রকাশ — নভেম্বর, ১৯৫১ / অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮,

সাধনা মন্দির,
৫৫ নারায়ণ রায় রোড।
কলিকাতা-৮
শ্রীমতী কল্পনা দেবী মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক

চৈতালী প্রেস
৮৫নং চেতলা রোড
কলিকাতা-২৭
শ্রীমতী শান্তি মজুমদার
মুদ্রক

মুখবন্ধ

গল্প-উপন্যাসের মত কাব্য-কবিতা আগ্রহভরে কেউ আর পড়ে বলে' আজকাল শুনি না। পত্র-পত্রিকায় কবিতা তেমন শ্রদ্ধাভরে আর গৃহীত ও মুদ্রিত হয় না—শক্তিমান কবিদের অনেককেই গল্প, উপন্যাস এবং সিনেমার কাহিনী রচনাতে তৎপর থাকতেই তো আজকাল দেখছি!

বাস্তব জীবনটা কবিতা থেকে, মনে হয়, অনেকটা দূরেই যেন সরে গেছে বা যাচ্ছে। কবিতা নামে যে বিশেষ শিল্প-কুসুমের বর্ণে ও সৌগন্ধ্যে এতদিন আমরা মুগ্ধ ছিলুম, বাস্তবের মরুক্ষেত্রে শুষ্ক হয়ে তা' কি সত্যসত্যই প্রাণ হারাবে?

এ একটা প্রশ্ন বটে। বোধকরি সমস্যা-ও। কিন্তু এ-প্রশ্ন, এ-সমস্যা নিয়ে কে আজ মাথা ঘামায়? দৈনন্দিন বহুতর বাস্তব সমস্যার অক্টোপাস বন্ধনে বন্দী আমাদের বর্তমান জীবন—এ-জীবনে সত্যকার কাব্যকলা যেন সম্ভব হ'ই না। সত্যকথা, জীবন যদি অন্নবস্ত্রের সমস্যা থেকে মুক্তি না পায়, কাব্য তা'হলে বন্ধ হয় সাময়িক ক্ষুৎপিপাসার বন্ধনে-ই। আজকের মানুষ কাব্য না চেয়ে যদি কাব্যের নামে রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রচার-পত্র চায়, দোষ মানুষকে দিই না, দিই কবিকেই, কেননা যুগোচিত সমস্যার বাস্তব বেদনা থেকেই স্বপ্নময় জীবনকাব্য রচনার ধৈর্য ও সাধনা তার নেই। আজ আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বাস্তবের নামে অকাব্য করছি, কেউ কেউ আবার নির্ভেজাল কাব্যের নামে বাস্তবজীবনকে করছি পরিহার।

অলক্ষ্যে বৃহতের জন্য স্বপ্নপ্রয়াণ এবং প্রত্যক্ষে ক্ষুদ্রত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামচেতনা—এই হচ্ছে পূর্ণ জীবন, শিল্পজীবন তথা সত্যজীবন। এই জীবন থেকে কাব্য এবং সেই কাব্য থেকে প্রত্যাসন্ন নবজীবনের আস্বাদ—এই তত্ত্বে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা একদিকে যেমন 'রিয়ালিষ্টিক্' অপরদিকে তেমন 'রোমানটিক'। বাস্তব জীবনকে পরিহার করে' যে রোমান্টিকতা, কাব্যে 'এসকেপিজ্‌ম্' বলতে আমি তাকেই বুঝি, আবার রোমান্টিকতাকে বাদ দিয়ে যে বাস্তবপ্রিয়তা, কাব্যে 'এ্যানারকিজ্‌ম্' বলতে আমি তাকেই মনে করেছি। বীর্যহীন এসকেপিজ্‌ম্ অথবা শূন্যগর্ভ এ্যানারকিজ্‌ম্‌এর পক্ষে চিরন্তন মহৎ কবিতা লাভ করা কখনও সম্ভব নয়। আজ না করি একদিন অবশ্যই এ-কথায় বিশ্বাস করবো, যে, স্বপ্ন ছাড়া কাব্য অসার, বাস্তববোধ ছাড়া জীবন-ও পঙ্গু। বলিষ্ঠ বাস্তবের সঙ্গে ললিত রোমান্টিকতার শুভ পরিণয়েই শোভনা কবিতার আবির্ভাব ঘটবে, অন্যথা নয়। কাব্যের 'ফর্ম' ও 'পলিশ' নিয়ে আধুনিক বিদেশী কবিদের অনুসরণে যতই মতামাতি ও মারামারি করি না কেন, কাব্য-ধর্মের এই মৌলসত্যটি ভুললে আর যাই হ'ক, কাব্য হবে না। কবিতাকে যাঁরা জীবনের অনুগত করে' তুলে' বাঁচাতে চান, কবিতার নিদারুণ সংকটাবস্থায় এ কথাটি আজ তাঁদের ভাবতে হবে।

সূচীপত্র

কবিসাধক শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
শ্রীকরকমলেষু

একদিন তারা আসবে, তারা আসবে।
একদিন তারা জয় করবে এই পৃথিবী।

জীবনকে মুক্তি দেয়ার আনন্দে তারা সংগ্রাম করবে,
মুক্তির বেদনাকে ভাষা দেয়ার আনন্দে তারা স্বপ্ন দেখবে।
সেদিন আমরা ঠিক আজকের মত নাই-বা থাকলুম
—কে থাকতে চায় এই দুর্গতির বন্ধনদুর্গে,
কে বাঁচতে চায় এই দারিদ্র্যদীন অমানুষ পৃথিবীতে ?

আমরা না গেলে তারা আসবে না,
কিন্তু জানি তারা একদিন আসবে
সেদিন তাদের হাত ভরে' ফলবে সোনার ফসল
আর ললাট ভরে' জ্বলবে স্বপ্নের মুকুট।
সেদিন তাদের পায়ের তলায় জাগ্‌বে উর্বরা পৃথিবী,
আর মাথার শিয়রে, নীলাভ আকাশ !
সেদিন আমরা ঠিক আজকের মত নাই-বা থাকলুম
—কে থাকতে চায় এই একচক্ষু অজ্ঞান পৃথিবীতে ?

থাকতে চাই নে, থাকতে চাই নে এই পৃথিবীতে,
আমরা যে স্বপ্নে তাদের ডাক শুনেছি !
কারা শোনে নি সেই ডাক ?
কারা চায় নি মৃত্যুর মধ্যে-এ জীবনের আনন্দ ?

মুক্তির গান

ইন্দ্র স্তোতাস আ বয়ং বজ্রং ঘনা দদীমহী
জয়েম সং যুধি স্পৃধঃ।

ঋগ্বেদ ১।৮।৩

সুরে—

কাব্য করা থাক। আজ সুন্দসুরে শ্লেষ বিরচনা
তবে থাক। নির্জনে অনঙ্গ-রঙ্গে বরিতে সুন্দরে
আজ, প্রেমের আনন্দে কান্ত ছন্দোবদ্ধ গীতিগন্ধ
থাক ... হে অশান্ত, সুরের উত্তরে ডাক এল।

কবি,

স্বপ্নোজ্জ্বল তারাভরা নীরব আকাশ, তার শান্তি,
তার সম্মোহন, তার আর্ত আত্মরতি, ভাবকান্ত
মানসের আনন্দ-সমাধি, সমাধিতে আত্মলোপ,
আত্মলোপে বিচিত্র বিশ্রাম—অহরহ রচে বুঝি
জীবনেরে কেন্দ্র করি' ঊর্ণনাভ-জালের কুয়াশা—
সে-কুয়াশা ছিন্ন কর, ছিন্ন কর রহস্য-বন্ধন,
ভিন্ন কর আপনারে ঘিরে-রাখা, ঘেরাটোপ-ঢাকা
মূর্ছনার মৃত্যু-মূর্ছা হতে ... অন্তরের কথা থাক
অন্তরে গোপনে, আজ বাহিরে কালের ডাক শোনো।

তবে তাই হক। আজ রচিব না ছন্দ, গন্ধ, গান।
হে ঈশ্বর, এই ফেলে দিলাম লেখনী। দাও তবে
অস্ত্র হাতে, কেড়ে নাও স্বপ্ন, নাও প্রেম-প্রার্থী মন:
দাও বক্ষে দুঃসাহস, শক্তি দাও দুরন্ত দুর্মদ,
অক্ষির বদলে অক্ষি প্রাণের বদলে লব প্রাণ,
মানিব না মানা কারো, শুনিব না প্রেমার্ত ক্রন্দন,
বুনিব না মনে মনে ফাল্গুনের সুখস্বপ্নজাল

অলসবিলাসী। আজ, ভীমবেগে ধাইব সরোষে
ভেদিতে শত্রুর ব্যূহ, বন্দীর শৃঙ্খল কারাগার,
উদ্ধারিব বাহুবলে রাত্রি ভেদি' সূর্যের আকাশ
রূপে যার নীলস্বপ্ন, আর স্বপ্নে সুন্দর কবিতা।

জানো কি, কবিতা তব কারাগারে রয়েছে বন্দিনী?
এ আমার সুর-গীতি, ও-তোমার অমর প্রতিভা
শত্রুর শিবিরে আজ কাঁদে? তা' সবার আর্ত কান্না
শুনিতে কি পাও? বে বধির, এখনো কি শুন নাই
শৃঙ্খল ঝনঝনা জাগে শত্রুর কারায়, অন্ধকারে?..
তাদের মুক্তির যজ্ঞে যদি তুমি না হলে ঋত্বিক
কেন জন্ম নিয়েছিলে? আজ শক্তি রুদ্ধ, বন্দী প্রেম,
মনুষ্যত্ব নিত্যাবলুণ্ঠিত, বাস্তব প্রহারে স্বপ্ন
আমার কবরে ম্রিয়মাণ। কোথা হতে, কার কাছে
অমরার সুর পাবে তুমি? কী সুরের রূপমোহে
রচ আজ আত্মরতি, কোন্ প্রাণে রচ কাব্যকথা--
কবিতার কান্ত প্রাণ কাঁদে যবে মুক্তির ক্ষুধায়?

কবিতারে মুক্তি দাও আগে। সে-বনিতা দীনতমা
প্রহরিণী পরিবৃতা একাকিনী নিভৃত-কাননে
গুণিতেছে দণ্ডপল কবে তুমি পাঠাবে সংবাদ।
আহা রে কাজল কালো আঁখিতলে পড়েছে কালিমা,
বিশীর্ণ কমলকর, ক্ষীয়মাণ স্বাস্থ্যের লাবণি,
আশাহীন ভাষাহীন দৃষ্টি তার রচে অন্ধকার
চারিপাশে, সেই অন্ধকার বুঝি কারার প্রাচীর
হয়ে হাসে, আর তার পাশে হাসে চেড়ী-প্রহরিণী
যত, অবিরত কত মত দুঃসহ শাসন। দূরে
ওই ওঠে অট্টহাস, উপহাস, পরিহাস কত—
দম্ভভরা আস্ফালনে আকাশ পাতাল থরো থরো,
আর পৃথ্বী আতঙ্কে নির্বাক।

কবিতারে মুক্তি দাও,
মুক্তি পাবে জীবনসুন্দর : জীবনেরে মুক্তি দাও
মুক্তি পাবে কবিতা কল্যাণী। ছন্দোহীন এ-জীবনে
কী মূঢ় আলাপ তব : ভাবহীন গদ্যছন্দ যেন !
প্রাণহীন পুতুলেরে প্রিয় নামে ডাকো কান্ত সুরে—
পুতুলের মোহে ভোলো প্রতিমার বন্ধন-বেদনা !

ওঠো আজ। প্রতিমারে মুক্তি দাও। ডাক শোনো।
বৃথা আস্ফালন রাখি' সুদূর সুরের ডাক শোনো,
শোনো কোথা পরগৃহে অন্ধকারে শত্রুর শয়নে
কাঁদে কান্তা শোভনা হেলেন। আনো তারে মুক্তচ্ছন্দে
হে অশান্ত, পৌরুষের প্রসন্ন বিক্রমে। বৃথা আর
দৈন্যরে ঢেকো না, আজ প্রিয়া নাই, প্রেম করো কারে,
মায়াসীতা, ছায়াসীতা সীতা নয় কেন যে বোঝ না !

পবিত্রাস থাক, থাক সূক্ষ্মসুরে শ্লেষ বিরচনা।...
স্বর্ণকান্ত অলঙ্কারে প্রীতিগর্বে রচিতে কবিতা
ধ্যানের মন্দিরে বসি' রূপরসে কান্ত হওয়া থাক,—
হে অশান্ত, সুরের উত্তরে ডাক এল ... হে ঈশ্বর,
এই ফেলে দিলাম লেখনী। গুরু, অস্ত্র দাও হাতে
যুদ্ধে যাই। জয় করি হৃতরাজ্য মম বন্দী করি
বীর্যবলে শত্রুর দানবশক্তি— পায়ে যাই দলে
যত তার অন্যায় জিগীষা ! জীবনেরে মুক্তি দিই
আনি তার স্বাচ্ছন্দ্যবিলাস। আনি সুখ, আনি শান্তি
বন্দী যারা কালের কারায়।...হে বসন্ত, প্রেমসখা,
হে স্বপ্ন, যৌবনজিষ্ণু, হে কবিতা, আত্মার আরতি,
ধৈর্য ধরো ক্ষণকাল রাত্রির শিবিরে।... যাই, যাই
সূর্য জ্বালি' এই যাই ... সেনাপতি, দাও যুদ্ধাদেশ।

রাত্রির তপস্যা

Yet from those flames
No light, but rather darkness visible.

Milton.

আজ আমি নয়, তুমি জয়ী। আজ আমি সত্য নয়,
সুদূরের স্বপ্ন, প্রেম, শান্তি বা সন্ন্যাস সত্য নয়।
সত্য শুধু অসন্তোষ, তীব্র রোষ, উদ্ধত জিগীষা।

হে বিজয়ী কাপালিক
তোমার মারণমন্ত্রে, অপূর্ব আণবমন্ত্রে ওঠে জ্বলি রুদ্র হোমজ্বাল,
লেলিহান জিহ্বা তার লয় শুষি' বিশ্ব বসুন্ধরা
লয় শুষি' মরু সম জীবনের কান্ত স্বপ্ন, দিব্য আশা,কবিতাকল্পনা।

তোমার আগ্নেয় যজ্ঞে ধরারে কি দিবে বলিদান?
যৌবনের যত লিপ্সা, দেহ-ভোগ, বাসনাবিলাস
একে একে তৃপ্ত হলে সদম্ভে আহুতি দিবে শ্মশানের পাদপীঠতলে?
তাই বুঝি ত্রস্ত ধরা স্তব্ধ প্রায়…কথাটি কহে না।
তারাহীন নভোলোক! বাতাস বহে না শঙ্কাভরে!

নিস্তব্ধ করাল রাত্রি। সমস্ত প্রকৃতি যেন ভয়ে আজ হয়ে আছে নীল,
হোম হুতাশনে তব যতদূর দৃষ্টি যায়, হেরি যেন ছায়ামূর্তি তার,
হেরি দূরে—
তরুহীন মরুমাঠে হিরোশিম যেন, হায় জনশূন্য করুণ শ্মশান।

সে শ্মশানে করি তপ নিঃসঙ্গ একাকী, আমি
জীর্ণ জীবনের মহাদেব :
মৃত্যুর হুংকার শুনি, শুনি তীব্র আর্তনাদ, শুনি নিত্য ভয়ার্ত ক্রন্দন

ইচ্ছা করে ক্ষিপ্ত সম প্রলয়ের নৃত্যে উঠি জাগি,
শির সঞ্চালিয়া দেই দিকে দিকে গোখুরা নিক্ষেপি'
ডম্বরু বাজায়ে আর
উন্মাদের বিক্রুষ্ট বিক্রমে
ত্রিশূলে গাঁথিয়া তুলি মৃত্যুর বীভৎস মুণ্ড
সর্বগ্রাসী
সর্বস্বপ্রত্যাশী।
ভীমবার্যে তারপর শূন্যে দেই ছুঁড়ে' মুণ্ডটারে—
দেখুক দুর্দশা তার দূর শূন্যে অশরীরী মৃত আত্মা যত :
অনশনক্লিষ্ট আত্মা
অনাচারগ্রস্ত আত্মা
অত্যাচারত্রস্ত আত্মা যত,
প্রেমে প্রতারিত, হায় আশায় বঞ্চিত আর
সাধনায় ব্যর্থ আত্মা যত—
দেখুক উন্মাদরঙ্গে
মৃত্যুর অন্তিম পরিণাম,
হাসুক প্রলয়নৃত্যে জিঘাংসুর হেরি সে-দুর্দশা।

ইচ্ছা করে, খুব ইচ্ছা করে
মুক্ত করি মৃত্যু হতে প্রাণময়ী কন্যা এ পৃথ্বীরে ;
দেখিতে পারি না আর সন্তানের অনন্ত দুর্গতি—
ক্ষুধায় মেলে না অন্ন, তৃষ্ণায় মেলে না জল
কী যে করি···শক্তিহীন আমি
শক্তিহীন জীবনের জীর্ণ আমি পঙ্গু মহাদেব
শ্মশানের অন্ধকারে বসে বসে শুধু স্বপ্ন দেখি
আর শুনি মৃত্যুর হুংকার।

আজ আমি নয়, তুমি জয়ী।
হে বিজয়ী কাপালিক, তোমার মারণমন্ত্রে ঠিকরিছে হেম হুতাশন,
সেই হুতাশনে দগ্ধ মানুষের সুখশান্তি, আনন্দসান্ত্বনা, ভালোবাসা,
সেই হুতাশনে দগ্ধ আমার কবিতাকান্তি, আমার যৌবন-ভগবান,
জয়ী তুমি, আজ তুমি জয়ী। এই তবে গাহি : 'জয়'
উদ্ধত আক্রোশে, অন্ধ মরীয়ার স্বরে গাহি 'জয়',
জয়, জয়, আজ তব জয়।

তবে কি পেয়েছি ভয়···বৃদ্ধ আমি, পঙ্গু আমি জীবনের জীর্ণ মহাদেব?
শ্মশানের অন্ধকারে সবার আড়ালে আজ জাগি তবে কোন সাধনায়?
ভয় নাই, রে পৃথিবী, শোন্,
উদ্ধত মৃত্যুর বুকে হানিতে ভয়াল মৃত্যু এই আমি জাগি মৃত্যুবাণ,
এই আমি জাগি দাখ, এই আমি আসি স্বাখ অন্ধকারে গোপনে আড়ালে
শান্তির সংগ্রামস্বপ্নে, সাধনার প্রচণ্ড বিক্রমে,
সন্ন্যাসের ভীমবার্যে, প্রেমের পৌরুষে আর শক্তির অনন্ত আত্মতেজে।

ভয় নাই, রে কন্যা পৃথিবী,
প্রতীক্ষা করিস্ স্বপ্নে শক্তির উদ্দীপ্ত আবির্ভাব,
আমি আজ এ-শ্মশানে বসে আছি তারি তপস্যায়
আমাতে আসিবে জানি সে-শক্তি সে-সংহারকাপনা
উলঙ্গরূপসী কালা রণরঙ্গে নাচিবে তাথৈ
স্বহস্তে তুলিবে শূন্যে মৃত্যু-দানবের মুণ্ডটারে
ছিন্ন ভিন্ন করি দিবে শত্রুর শিবির।···তারপর

সাধনার রাত্রি শেষে জীর্ণ জীবনের মহাদেব
বক্ষে ধরি' সে-শক্তির রণরঙ্গ, মঙ্গলমহিমা
সহসা বীর্যের স্পন্দে কী আনন্দে উঠিবে উচ্ছ্বাসি'

গর্জিবে গোখুরা গলে বিজয়ের প্রচণ্ড উল্লাসে,
ডম্বরুর তালে তালে চরণে নাচিবে মৃত্যুহীন,
আর তার নৃত্যছন্দে আবর্তিত কালচক্র
অমা-অন্তে আনিবে প্রভাত।

সেদিন ক্ষমিয়ো কন্যা, জনমদুঃখিনী কন্যা মোর
আজিকার পরাজয় গ্লানি। সেদিন আসিয়ো গর্বে, শক্তির গম্ভীর গর্বে
চক্ষে লয়ে সূর্যের আশ্বাস,
আর বক্ষে, সুধা সঞ্জীবনী।

আজ আমি নয়, তুমি, মৃত্যু-কাপালিক, তুমি জয়ী।
তবু পাই নেক ভয়। আমার সাধনা আছে
জানি সে জাগিবে শক্তিময়ী,
ধরারে দানিবে মুক্তি—
ধরারে দানিবে মুক্তি এ-আমার শ্মশান-সাধনা।



কবিতার মৃত্যু

And was it thine, the light whose radiance shed
Love's halo round the gloom of Dante's brow ?
Samuel Waddington.

'জাগো' বলি কাঁদিলাম কত। বক্ষে চাপি' বক্ষ তার
সারাদিন কত সাধিলাম। মুখে মুখখানি রাখি'
থাকি থাকি আনমনে রচিলাম কত না কাকলী।
কখন-বা ক্রোড়ে তুলি' হেমকান্তি তনুখানি তার
দোলালাম সোহাগে, বিষাদে। নানাছন্দে গাহিলাম :
'জাগো'। নানাস্বরে, নানাভাবে ফুকারিল প্রতিধ্বনি :
'জাগো'।...হায়, সে নিষ্ঠুরা জাগিল না তবু। তারপর
রাত্রি এলে মাথার উপর, উদাসীন শূন্যদৃষ্টি
রহিলাম চাহি অন্ধকারে।...সে আমার চলে গেল।...

স্বপ্নোপম রূপরম্যা আনন্দিনী সে-কান্তা কবিতা
কাননে কান্তারে ভ্রমি' বনলক্ষ্মী সঙ্গিনীর সাথে
নাচিত, ফিরিত কত সুখে : বিহঙ্গের সুরে দিত
সুর ; নির্ঝরের নৃত্যোল্লাসে মিলাত সঙ্গীতছন্দ
আনন্দ-আবেগে। হরিণীর টানাচোখে আঁকি দিত
মায়ার কাজল। নভোলোকে নিক্ষেপিত কুসুমের শর
চাঁদিমারে লক্ষ্য করি' কৈশোর-কৌতুকে। প্রাতঃকালে
জাগিত সবার আগে জ্যোতির সাধিকা ; কৃতাঞ্জলি
দাঁড়াত সূর্যের মুখোমুখী। পাঠাত বন্দনামন্ত্র
সৃষ্টির আদিমছন্দে যেন। উদারা-মুদারা-তারা
আত্মহারা বিস্ময়ের পুলকিত দীপ্ত ভাবোচ্ছ্বাসে
কতক-বা পুষ্প হ'ত : কাননের করবী বকুল,
কতক-বা ঊর্ধ্বলোকে যেত চলি, হ'তে ইন্দ্রধনু।

এই সে সৌন্দর্যলক্ষ্মী রতিরম্যা রোমান্তিকা গীতি
আজ আর নাই, ভাই, আজ তারে দিলাম বিদায়।
বনপথে অন্ধকারে কালসর্পে করিলে দংশন—
সে আমার চলে গেল।...

আকাশে নিভিল চন্দ্রলেখা,
নীলকান্ত বনস্থলী কাঁদিল নীরবে। বনতরু
ছাড়িল কুসুমসজ্জা। শালতাল তমাল বিশাল
দাঁড়াল মূর্চ্ছিত, বজ্রাহত। বাতাস শ্বসিল স্তব্ধ
নক্ষত্রের অক্ষি হতে ঝরিল অজস্র অশ্রুকণা,
বসন্তের শেষগীতি দিগন্তে ধ্বনিল ম্লানস্বরে.
কাঁদিল প্রাণের আফ্‌সোস। রুদ্ধবাক্ বসুন্ধরা
কালের পাপের তাপে গুমরিল অশান্ত আবেগে.
অমারাত্রি নামিল আকাশে শূন্যপথে কোনপাখী
তীক্ষ্ণস্বরে করিল চীৎকার: মনে হল গুরু স্বর
শোকার্ত ধরার যেন সর্বহারা আত্মার ক্রন্দন:
'গেলে তবে? .... যাও', কহিলাম।....

সংজ্ঞাহারা তারপর—
বিষাদে ব্যাকুল. তারে ধীরে ধীরে নামানু কফিনে.
অশ্রুর অজস্রফুলে ঢেকে দিনু মুখখানি তার
এঁকে দিনু আর্তশোকে ঠোঁটে দুটি অন্তিম চুম্বন। ...

এখনো ফুলের মত সুকুমার হেমতনু তার
জীবন্ত নিটোল যেন। রক্তাভ গোলাপ-ভাঙা গাল
এখনো হৃদয়ে আনে সাড়া। সময়ের কালসর্প
অঙ্গের লাবণ্য তার নিঃশেষিয়া শুষিতে পারে নি,
এখনো সে সজল সুন্দর। এখনো বুকের পরে
অসহায় প্রেম মম পায় বুঝি কোমল আশ্রয়.
এখনো ও-নত নেত্রে দেখি যেন স্বপ্নের আরতি,
সর্বাঙ্গে বিরাজে বুঝি ফাল্গুনের বিহ্বল বিলাস

এখনো বিচিত্র লীলারসে   তবু তায় উদাসিনা
ধরা। নিষ্ঠুরা রজনী। মর্মহীন অমা অন্ধকার:
কবরের অন্ধকার   সূচীভেদ্য, দুর্ভেদ্য দুর্গম

'কই সে, কোথায় লক্ষ্মী'
আর তাকে যায় নাক দেখা।
অদূরে খদ্যোত জ্বলে   ঝিঁঝিরা চীৎকারে
· ভেবে রই

রই, আর যায় কত দিন ....আশাহীন কত দিন
ঘনায় করুণ রাত্রি। প্রতিরাতে [illegible]
গোপনে আঁধারে আসি, দীপ জ্বালি একাকী নীরবে,
চারিপাশে অন্ধকার, গভীর [illegible]
একটি নিশ্চল স্বপ্ন জ্বেলে রাখি কবর শিয়রে,
তারপর সেই স্বপনকে রূপ দেখি।

অন্ধকার

আকাশের সীমাহারা দিগন্তের পারে যদি কোনো
তারা জ্বলে, দেখে দেখে আপনা হারাই   বনপথ
আচম্বিতে যদি কান পাতি, কথা কয়, [illegible]
কেহ দোলা লাগে [illegible] রহস্য [illegible] অন্তরে
অভিনব চেতনাবেদনা   অস্ফুট আলোয় যদি
ক্ষণতরে হেরি কোন ছায়া, প্রসারি উদগ্র বাহু
প্রতীক্ষার ভাবাবেগে তাকাই সম্মুখে! কখন বা
দুরন্ত বাতাসে যদি দীপ মোর কিছু দুলে ওঠে
বুক গুরু গুরু করে   প্রাণপণে ও তারে আগুলি
আকস্মিক পুষ্পগন্ধে কখন-বা চমকিয়া চাহি
চারিদিকে   মনে হয় না না এ-স্বপ্ন।

তারপর

রাত্রি যায়। অরণ্যের ঘুম ভাঙে পাখীর চীৎকারে…
সূর্যের সোনালী স্নেহ ঝরে পড়ে তরুর শাখায়,
পুষ্পাকুল অন্ধ বায়ু দিগ্‌ভ্রান্ত ছুটে দিগন্তরে,
নদীতে যৌবন জাগে, পর্বতের ধ্যান ভাঙে বুঝি…
সমুদ্রে সমুদ্রে ওঠে কূলভাঙা অকূল উচ্ছ্বাস…
শুধু কবরের কোলে ভীমকৃষ্ণ অমা অন্ধকার—
সূর্য্য সেথা প্রবেশিতে নারে। তাই বুঝি মোর পণঃ
সেথা আমি প্রবেশিব, ভেদিব সে দুর্ভেদ্য দুর্গম ?
সূর্য যেথা ব্যর্থ সেথা প্রেমিকের কাজ বুঝি বাড়ে ?
তাই বুঝি, দীপের শিখার মুখে আশা-স্বপ্ন জ্বালি,
গান ধরিঃ সে বুঝি-বা এল ?

…আমার মুখের পরে

সত্য কি নিঃশ্বাস পড়ে ? কার যেন প্রেমার্ত নিঃশ্বাস ?
মুখ দেখি নাক কারো, তবু কার অশরীরী ছায়া
অলিখিত কবিতার অশরীরী ভাবমূর্তি সম
আমারে বেড়িয়া বসে, রক্তে আনে নব উত্তেজনা,
পাওয়ার অধিক-পাওয়া ঠিক যেন নেশার মতন
আমারে মাতায় ভাবাবেগে। কিছু পাই নাক জানি
অন্তহীন ধৈর্যে তবু আলো জ্বালি অন্ধকার-মুখে…
সহস্র ছায়ায় খুঁজি পথ… মনে হয়, পথ পাই….
গান গাই কান্ত-স্বরে …দুবাহু বাড়াই …বেগে ধাই
কবরের কারাদ্বারে। সুরের আঘাতে ভেঙ্গে ফেলি
কারার অর্গলবদ্ধদ্বার। তারপর মোহাবেগে
প্রেমের মতন শান্ত অপরূপ তনুখানি তার
এ-বুকে জড়ায়ে ধরি…মরি মরি উল্লাসে উচ্ছ্বাসে
ও-তার নয়নে আঁকি থাকি থাকি অজস্র চুম্বন।

তারপর ?
…আর তারপর।
বনে নিশাচর পাখী
সহসা উঠিলে ডাকি স্বপ্নাবেশ যায়, ভেঙে যায়।
পুনরায় ধরা'পর যে-কবর সেই সে-কবর
থাকে পড়ি। থাকে পড়ি সীমাহীন শূন্য অন্ধকার।
আর সেই অন্ধকারে কারা যেন হাসে অট্টহাসি,
সে হাসি মিলালে শূন্যে
শিহরিয়া হেরি আচম্বিতে
আমার কবিতা-প্রিয়া, সে-অমিয়া, দিগন্তে মিলায়।

তারপর ?
…আর তারপর।
আমি স্বপ্ন-যাযাবর
অন্তহীন ধৈর্যে পুনঃ চলি পথ প্রিয়ার সন্ধানে…
অদূরে খদ্যোত জ্বলে …ঝিঁঝিঁরা চীৎকারে…
…পথ চলি।



রূপকথা।

He came to call me back from death
To the bright world above,
I hear him yet with trembling breath
Low calling...

Francis. W. Bourdillion.

বাহিরিনু পথে পুনর্বার

'ফিরিয়ে আনব তারে' —এই বলি বাহিরিনু পথে।
অন্ধকার পথ, তবু নিঃশঙ্ক চলিনু একা স্বপ্ন-যাত্রী, সুন্দরের সেনা।

অন্বয়ে সন্ধান-আলো সূর্যপ্রায় জ্বলে।
সে-আলোর শিখা হ'তে অগ্নি জ্বালি' চলিনু পথিক,
ভেদিনু কান্তার, মরু, সমুদ্র পর্বত,
ভেদিনু মেরুর মর্ম, চলিনু একাকী কতকাল,
কতকাল কতকাল স্বপ্নযাত্রী, সুন্দরের সেনা।

অবশেষে কাটিল কি রাত ?
অবশেষে পথপ্রান্তে রাণীর প্রাসাদ।

অপূর্ব প্রাসাদ মণিময়।
ঠিকরে অজস্র রশ্মি বর্ণে স্বর্ণে ঝলকে ঝলকে,
সেই রশ্মিপাতে বুঝি স্তবকে স্তবকে আছে ফুটি'
সম্মুখে আনন্দকুঞ্জে অভিনব সহস্র কুসুম ?
হেরি হোথা রূপরম্যা রমা যত আসে, গান গাহে !
কুসুমচয়নে বুঝি ? ...কুসুমেরা আসে সব কুসুম-চয়নে ?

হোথা কারা সরোবরে, পদ্মসরোবরে, কবি, কারা বুঝি করে জলকেলি ?
দূর হ'তে শুনি কলোচ্ছ্বাস !
লুব্ধ মন ওঠে নাচি', উঁকি মারি কুঞ্জগলি হতে।
তন্বী তরুণীরা যত এ-উহার গায়ে জল ছোঁড়ে,
প্রসারি' মৃণালবাহু আঁকড়ি' কারো-বা কণ্ঠ জলতলে চকিতে মিলায়,
কেহ-বা ভাসায়ে মুখ পদ্মসম, চাহে সূর্যপানে,

কারো-বা, অস্নাতে বুঝি, স্তনদুটি ভাসে জলে···
··· সুখে কাঁপে মধুপ-হৃদয় !

অদূরে প্রাসাদশীর্ষ হতে
আসে' ভাসি' কমকণ্ঠ, সঙ্গীত-আলাপ, আহা, প্রাণ যেন যাই যাই করে,
সেতারা স্বরোদ বাজে, চমকে চমকে নাচে চম্পকল্প মোহন-অঙ্গুলী.
বাজে বাঁশী অধরের লাজে ।···
হবে বুঝি অভিনয় ··কোন গ্রন্থ হবে অভিনয় ?
কে নায়িকা·· কে বা সে নায়ক ?
সহসা যৌবন কেন প্রলুব্ধ স্পন্দনে 'ওঠে নাচি' !

অপূর্ব রূপের রাজ্য ···উদ্যানবাটিকাতলে ইতস্ততঃ ভ্রমি অন্যমনা ।
উপরে আকাশে জাগে প্রভাতের স্বর্ণ- স্বপ্ন, পুলকপ্রবাহ ।
নিচে পৃথ্বী বসুন্ধরা গাঁথে মালা, স্বর্গ প্রেমে স্বর্গোত্থিতা ষড়ঋতুমালা ;
তাই বুঝি একই কালে ফুলে ফুলে হেরি কবি গ্রীষ্মবর্ষাশরতের মায়া
হেমন্তের কুহেলিকা, বসন্তের দীপ্ত ইন্দ্রজাল ?

কত ফুল, কত ফল, কত বর্ণ তার ।
কত ফুল, কত প্রজাপতি !
কেহ নীল, কেহ পীত, কেহ-বা স্বর্ণাভ, কেহ বিচিত্রের রাগরঙে
স্বপ্ন সম রূপরমণীয়া

কত না মধুপ, কৃষ্ণ-কালো ।
সদা গুণ-গুণ করে ; সুরে নেশা লাগে । মধু-নেশা ।
বন-বিহঙ্গমা কত । বর্ণশ্যাম । নীলকান্ত । মেঘাভসুন্দর ।
পাখার বাহার কত । সবুজের কোলে লাল । লালের অধরে কাঁচা সোনা ।
ছোট ছোট এতটুকু । অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ । কেহ মধ্যমার মত, কেহ
কনিষ্ঠা শোভনা ।
ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে উড়ে তারা অবাধ পুলকে ।
তাদের পাখার রঙে রবিকর পিছলিয়া পড়ে
চোখের তারায় নাচে স্বপ্নোজ্জ্বল সুনীলের মায়া ।

অপূর্ব রূপের রাজ্য। উদ্যানে সহস্র কুঞ্জ। কুঞ্জ ঘেরা লতা ও কুসুমে।
কুঞ্জে কি বিশ্রাম চাও? · কোনকুঞ্জে ঠাঁই নাই·· সরে যাও··
··· মনেরে বুঝাই!

প্রতিটি কুঞ্জের মাঝে বিলাসিনী বাসন্তিকা প্রিয়সনে সম্ভাষণে রতা।
লতাবাটিকার ফাঁকে হেরি শুধু বাহুলগ্ন সুন্দরীর উলঙ্গ চরণ.
চরণে প্রবালরাগ, নখরে হীরক।

কোন ফাঁকে হেরি কারো অবিন্যস্ত এলোচুল মেঘময় চিকুর, মেদুর।
কোন ফাঁকে কারো যেন রক্তাভ গোলাপ ভাঙা তুষ্ট ওষ্ঠাধর দেখা যায়।
কোন ফাঁকে কৃশকটিতট।
কোন ফাঁকে ··লুব্ধ সরে···সুপীত কুঙ্কুমপঙ্কে অঙ্কিত কোমল বক্ষপট!
কোন ফাঁকে ···নানা ভুল···কারো আঁখি দেখিনি কোথাও।

আশ্চর্য রূপের রাজ্য। আমার রাণীর রাজ্য।··· প্রাসাদে প্রবেশ চাই আজ
শুধু বাহিরের রূপে মন ভরে নাক. ভাই, অন্তরে প্রবেশ চাই
প্রাসাদে প্রবেশ চাই আজ।
আমার আপন দেশে ভ্রমিতে পারি নে আর দীন বেশে, বিদেশীর বেশে।
'খোল দ্বার ···দ্বার খোল'।
বন্ধ দ্বার প্রাসাদের। ·দ্বার খোল ···কে শুনিছে বাণী?
খোল দ্বার ···দ্বার খোল··· ঘন-ঘন করি করাঘাত।
খুলিল না দ্বার, তাই সুরের আঘাত হানি, তুলে লই বীণা, গাহি গান,
বাজাই ভৈরবী : খোল দ্বার

আকাশে তরুণসূর্য দুলিল সুরের আন্দোলনে
বাতাসে জাগিল ছন্দ। বনে বনে শ্যামলচঞ্চল
নাচিল। থামিল পাখী। মধুপেরা ভুলি' মধুপান
শুনিল বীণার বাণী। কাননের কুঞ্জদ্বারগুলি
সশব্দে খুলিল। যত প্রেমিক প্রেমিকা, অন্যমনা
আসিল সুরের মোহে। ভাসিল পুলকে।
—খোল দ্বার।

প্রাসাদের দ্বার গেল খুলি'।

দেখা দিল—

স্বপ্নকান্তি সমুত্থিতা হরিণীনয়না কোন প্রহরিণী প্রাসাদরক্ষিকা ;

'এসো' বলি করিল আহ্বান।

'যেয়ো না যেয়ো না' বলি' কারা পিছে করিল চীৎকার ;

'প্রাসাদে প্রবেশে যারা আর তারা ফেরে নাক'—

'কেন' ?

'ওখানে রূপের মধু যারা পান করে, তারা ফিরতে চায় না পৃথিবীতে।

'রূপ-ই প্রেম রূপ-ই কাব্য।...ফিরতে চাই না'

বলি' করিনু প্রবেশ।

সশব্দে প্রাসাদ দ্বার বন্ধ হয়ে গেল।

আসিল সহস্র রমা, হাতে মাল্য-অভ্যর্থনা, কণ্ঠে প্রেমগীতি, চোখে আশ

হাসিল মধুর। হায়, তাদের কি চেয়েছি জীবনে ?

'রাণী কোথা ? ...তারে চাই।...চলো'।

কক্ষ হতে কক্ষান্তরে সিঁড়ির উপরে সিড়ি ভেদি'

চলিনু নিঃশ্বাস রুদ্ধ করি'।

কক্ষে কক্ষে সুবর্ণ প্রদীপ।

প্রদীপে প্রদীপে ঢালা অভিনব তৈল সুবাসিত।

হীরামণিমাণিক্যের দিব্য ঝাড় শোভিত সুন্দর।

অপূর্ব বসন্তগন্ধ স্ফুরিত পুলকে চতুর্দিক।

প্রতি কক্ষে

দুগ্ধফেননিভশয্যা।

শয্যা'পরি দিব্যরত্ন-খচিত ঝালর ;

ঝালরে নন্দিত শিল্পরুচি।

শয্যার দক্ষিণশিরে হেমপাত্রে শোভমান পুষ্পগুচ্ছ নিত্য প্রমুদিত।

সৌগন্ধ্যে, সৌন্দর্যে, স্বপ্নে নেশাচ্ছন্ন হীরক প্রাসাদ

'কিন্তু রাণী কই, প্রহরিণী!'
উঠিনু আরেকতলে। দালান দালান ভেদি' ভেদি' আরো কক্ষ কক্ষান্তর
প্রতি কক্ষে লক্ষ্য রাখি কোথা মোর প্রাণপ্রিয়া, চলি।
দূর হতে সুর শুনি। দূর হতে গন্ধ পাই। দূর হতে কথা শুনি। চলি।
প্রতি কক্ষে পশি আর ফিরে আসি ব্যর্থ মনোরথ,
আশা নিয়া পশি, দেখি কত মুখ অনিন্দ্যসুন্দর,
কত বাহু, লাবণ্যলাঞ্ছিতকান্ত নিটোল মৃণাল,
কত চোখ, রতির আরতি দীপ-জ্যোতি,
কত ভঙ্গী, কত রঙ্গ, কবিতার সূক্ষ্মছন্দ যেন—
তবু জাগে নাক গান। মন ম্রিয়মাণ। চলি
তার কক্ষে, মুখ যার আমার প্রণয় দিয়ে গড়া,
আমার কামনা দিয়ে আঁকা যার চোখ, আর
আমার স্বপ্নের মোহে তনু যার বিভাবিত, আমার যৌবনে, যার মন।
'সে কোথায়? তাবে চাই'··· এই ভাবে গেল সারাদিন।
সে কোথায়? ···তারে চাই।··· কোথা তুমি, একমাত্র তুমি।
সপ্ততলে এক কক্ষ··· প্রাসাদে সর্বোচ্চ কক্ষ ··· সেই কক্ষে আছ কি লুকায়ে
ক্লান্ত দেহ, শূন্য মন··· কেন এত লুকোচুরী খেলা?
হাত ধরে তুলে নাও ··· এল রাত ··· এস তুমি প্রিয়ে ····

এই কক্ষ, দীপ্ত কক্ষ মণিময় অপূর্বসুন্দর।
এই কক্ষে ··· ঠিক ঠিক ··· আছ তুমি, থাক তুমি দেবী।
স্নানাগার বন্ধ। ··· ঠিক ···· এখনি আসিবে তুমি গাত্র ধৌত করি'।
ওই তো দর্পণতলে প্রসাধনদ্রব্য যত থরে থরে রয়েছে সাজানো:
চন্দন-কুঙ্কুম-পঙ্ক, পুষ্পরস, চূর্ণ পদ্মরাজ।
ওই তো সুবর্ণময় ঝুলনাতে ঝুলানো বসন
অপূর্ব বৈদূর্যমণিমরকতখচিত বসন।

কিবা তার পাড়ের বাহার !
কনকময়ুর নাচে। দূরে নাচে হীরামন পাখী।
হোথা সূর্য উঠি উঠি করে।
ঝলকে ঝলকে ঝরে সপ্তরশ্মিরঙের প্রবাহ।
প্রবাহে দুরন্ত বেগ। বেগে ভেসে যায় মুগ্ধ মন।

মুগ্ধ মন। আছি প্রতীক্ষায়।
এখনি আসিবে তুমি। এই এলে। খোলে বুঝি দ্বার !···

নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ রাত্রি। নয়নে নামিছে তন্দ্রা। কিছু যেন আছি অন্যমনা।
অকস্মাৎ খুলে গেল দ্বার। ··· বুঝি ভেঙে গেল দ্বার ···
এ কী ! রাণী নয়, কারা আসে ?
অট্টহাসে ভাঙি' কক্ষ লক্ষ লক্ষ কারা সব প্রবেশে আমার কক্ষতলে ?
এ কী এ অদ্ভুত স্বপ্ন। ···উদ্ধত, কঠিন, ভয়ঙ্কর···
প্রাসাদের কুঞ্জ হতে ওঠে আর্ত করুণ চীৎকার।
'ভাঙ ভাঙ' ওঠে রব।···কী হ'তে কী হ'ল আচম্বিতে ?
সমস্ত আকাশ ঢাকে মেঘে।
বিদ্যুৎ চমকে পুনঃ পুনঃ।
অশান গর্জন করে বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহে।
প্রাসাদের দ্বারদ্বারে কারা সব রুদ্ধকণ্ঠে আহ্বান জানায়।
'যে-প্রাসাদে প্রবেশিলে কেউ ফেরে নাক, আজ
ভাঙ্‌ ভাঙ্‌ সে-প্রাসাদ'
ওঠে তীক্ষ্ণ স্বর

সহসা সশব্দে যেন ভেঙে পড়ে প্রাসাদফটক,
প্রবেশে জনতা রুদ্ধ।
কক্ষ হ'তে কক্ষান্তরে কারে যেন করে অন্বেষণ,
ভাঙে, ফেলে, লুঠ করে হীরামণিমাণিক্য সম্ভার।

তারপর—
মোর কক্ষে
সম্মুখে পশ্চাতে আসে,
রঙ্গ করে, নৃত্য করে, হাসে।
গলা ধরে জাপটি সাপটি।
'এই বুঝি 'অধীশ্বর' ?···ওঠে রব : 'মার তবে মার'।

•

কী বিচিত্র, বীভৎস স্বপন :
দস্যুদল জোর করি' শয্যা হতে নামাল আমায়।
কেহ-বা ধরিল হাত। কেহ পদ। কেশগুচ্ছ কেহ।
ধরাধরি করি' তারা আনিল বাহিরে।
প্রাসাদের দ্বার হতে জোর করে' দিল মোরে ঠেলি'
প্রকাশ্য বাহির-পথে।···হ'য়েছে সকাল।

কুঞ্জপথ পর্যুদস্ত ··বনপথে কাঠুরিয়া কাঠ কেটে ফেরে।
গ্রামপথ বেয়ে চলে নগরের পথে কর্মজীবী···
ত্রস্তপদ···ব্যস্ত মন··· নগরের কোলাহল···
অদূরে কলের বাঁশী বাজে।

বাহিরিনু পথে পুনর্বার।···

●

কবর

Don't crow so loud !
Even the winding-sheet is dust and cracks
And crumbles into earth, that from the shroud
May spring the sky-blue flax.
Ivan Bunin

আজ—

প্রেম আর স্বপ্ন-সুরে কাব্য বিরচিব ছিল আশা,
ছিল আশা প্রেমস্বপ্নে রচি' দিব অমরী পৃথিবী ·
কে জানিত, এই পাপে, এই মোহে, অপরাধে
মৃত্যু আসে, আসে না অমর !

হায়

স্বপ্ন, আর প্রেম-পাপে মৃত মোর মৃত্যু হল।
তোমরা অমর কবি মৃত্যু নিয়ে খেল, আজ
তোমরা বাঁচিও,
আমি যাই।…

যাই, তবে যাই, আজ
অন্ধকারে খসে পড়া তারার মতন যাই …
অসীমে লুকাই,
কালো কবরে লুকাই
….আমি যাই।

মৃত্যুর প্রহরী, যত নূতন প্রহরী প্রেমহীন,
সতর্ক রহিয়ো, দেখো
আমার কবরে যেন
পথ ভুলে আসে নাক কেউ।

দেখো যেন কোন সাঁঝে করুণ কুমারী কোন
আসে নাক হাতে পুষ্পমালা
আর চক্ষে, অশ্রুর প্রদীপ।

দেখ যেন কোন প্রান্তে বনবিহঙ্গমা কোন
আসে নাক নয়নে নীলিমা
আর কণ্ঠে, তপনের গান।·

আজ—
অন্ধকারে বন্দী আমি কবর-কারায়, অসহায়।
বাহিরে কি বহে ঝড় ?
ঝড়ের কি শেষ নাহি হায়!
বাহিরে কি বহে ঝড়, যে-ঝড়ে পৃথিবী ধ্বসে
সূর্য খসে, চন্দ্র ঝরে যায় ?
যে-ঝড়ে, প্রলয় কালো তাল-তাল মেঘ যেন,
উড়ে আসে কবরের মাটি,
আচম্বিতে লাফ কাটে—ওত্-পাতা বাঘের মতন,
বসুধারে গিলে খায়, গিলে খায় সূর্য-চন্দ্র তারা
গিলে খায় সুখস্বপ্ন, শান্তি ও সান্ত্বনা,
গিলে খায় পুষ্পপাখী, গিলে খায়
গোটা-গোটা মানুষের দেহ,
তার মন,
তারপর মহানন্দে উগারে উদগার : অন্ধকার
মৃত্যু-অন্ধকার, যেন
চাপ-চাপ অন্ধকার,
ড্যালা-ড্যালা কাদা-কাদা মাটির মতন অন্ধকার,
আর সেই অন্ধকারে
মূঢ় যত স্বপ্নবিৎ, কলাবিৎ
কবরে ঘুমায় ?

...ঘুমাই···আজ
...কারে বন্দী আমি কবর-কারায়, অসহায়।

—

আলোকের মুক্তি-স্বপ্ন অর্থহীন অসত্য কল্পনা।···

আজ—

আশা নাই আশা নাই : মধুরের আশা নাই,
প্রেম নাই, প্রেম নাই : সুদূরের প্রেম নাই
স্বপ্ন নাই স্বপ্ন নাই... মিথ্যা স্বপ্ন :
আজ-ও আসো তুমি,
আজ-ও তুমি মাঝ রাতে
দীপহাতে আসে সমাধিতে
গান গাও স্বপ্নসুরে
নবীন কবির কেন গান।
মিথ্যা স্বপ্ন : আজ-ও ঝরে সমাধিতে কোন বনফুল,
আর ফুলে নাচে গন্ধ,
গন্ধে নেশা, বসন্ত-বিহ্বল। ...
মিথ্যা স্বপ্ন, এ কী স্বপ্ন, এ কী মতিভ্রম, ভাই
—কবরের কোলে জাগে ঘাস?
মুমূর্ষু মায়ের কোলে নবীন শিশুর মত
আমার কবরে কচি ঘাস?
ঘাসের শিয়রে কচি ফুল?
সুন্দর শিশুর শিরে স্বর্ণাভ চুলের মত ফুল?

মিথ্যা স্বপ্ন? ... অবিশ্বাস্য অলস কল্পনা? তাই হবে
দেখো ভাই প্রহরীরা—
আমার কবরে যেন গজায় না একগুচ্ছি ঘাস
কী জানি ঘাসের ছায়ে
নামে যদি কোন প্রজাপতি।
আর নামে নভ হতে একবিন্দু
চুম্বনের ফেনা।

●

স্বদেশ

Woe ! for the ruthless present doom
Woe ! for the Future's teeming womb
Æschylus.

সেই দেশ, নমো নমঃ, স্বপ্নোপম সুন্দর স্বদেশ,
যে-দেশে মনের কথা মন ভরে বলা যায়, মন ভরে শোনা যায় সুখে
এ-দেশ আমার নয়
এ দেশে মনের কথা নাই।
এ-দেশে পরের কথা, ধার-করা কথা সার কথা,
আর সেই কথা-সারে
উর্বরা মনের মাটি ফলায় ফসল,
এই দেশে।

এই দেশে—
সে-ফসল-পশরার পসারিণী যারা, কত দেমাক তাদের!
ঘুরায় নয়ন-তারা, বাঁকায় কোমর, কাঞ্চী, নাচায় নাসিকা, টানা-নথ
অদূরে স্তাবকদল তৃষার্ত নয়নে তাই দেখে আর দেখে।
ভাবঘোরে মূর্ছা যায়, খাবি খায়, হরি হরি 'মরি মরি' বলে …
আর বলে…কী যে বলে…তারা কি মনের কথা বলে ?
দাঁড়ে বসে' কাকাতুয়া কত ডাক ডাকে, শুনে' তাক লেগে যায়।
কোলের খোকাটা অত বলতে জানে না যত
কাকাতুয়া বলে!

এই দেশে—
কবি তো কোকিল নয়, কবি কাকাতুয়া।
ধারীদের ধার করে, ধার-করা সুর ভাঁজে তেড়ে'—
ডাক ছেড়ে' মাতব্বর ধ্বনি নয়, হানে প্রতিধ্বনি,
তীক্ষ্ণ স্বরে গর্বভরে পরিহাসে বিশ্ব-বসুন্ধরা,
থাকে, টিঁকে থাকে, মিছিলে মোড়ল হয় শেষে।

এই দেশে—
কাব্য ভ্রাক জলে স্থলে ···কবি নাকি হাটে ও বাজারে !
এ-দেশে কবিরা থাকে ? ···কবি থাকে অধমর্ণ-দেশে ?
এ-দেশ আমার নয়,
এ-দেশ যাদের হয় হ'ক । ··

সেই দেশ, নমো নমঃ, মনোরম সুন্দর স্বদেশ,
যে-দেশে সহস্রদল একটি বৃন্তের মুখে স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও রহে বাঁধা ।
এ-দেশ আমার নয়
এ-দেশের মূলে মিল নাই ।
এ-দেশে মানুষ সব ইচ্ছা করে' মূল কাটে (ভুল করে' নয় !)
মূল হতে ছিন্ন যত প্রাণহীন ভ্রষ্টদল প্রেত হয়ে নবপ্রাণ পায়,
আলোকে আঁধারে উড়ে হাটে ও বাজারে ঘুরে' পড়ে আসি'
যার-তার ঘাড়ে ।

এই দেশে—
তরুমূল অন্ধকারে মাটির কবরে বন্দী যবে
তরুচূড়ে শাখা সব, যেন বড়-বড় বীর, ভীমবেগে বায়ুবেগে নড়ে,
যত নড়ে, পত্রদল পাল্লা লড়ে বাতাসের সাথে,
শাখা হতে ছিন্ন হয়ে ক্রোধভরে ধায় ঊর্ধ্বমুখে ;
শাখা হতে কোন শাখা ছিন্ন হয়ে লড়ে ভূমি সনে,
কোন শাখা রোষভরে প্রতিবাসী শাখা সাথে
লাঠালাঠী, কাটাকাটি করে ।

এই দেশে—
কী সংগ্রাম । কী বীরত্ব । আশ্চর্য । অদ্ভুত ।
এ-দেশে মানুষ থাকে ?··· মানুষেরা থাকে বন্য দেশে
এ-দেশ আমার নয়
এ-দেশ যাদের হয় হ'ক ···

সেই দেশ নমো নমঃ প্রেমোপম সুন্দর স্বদেশ,
যে-দেশে আত্মীয়জনা ভ্রাতৃজনে বন্ধুজনে কখনো করে না প্রতারণা।
এ-দেশ আমার নয়
এ-দেশের প্রাণে প্রেম নাই।
এ-দেশে সহস্র ছলা ছদ্মবেশে, বন্ধুবেশে ঘরে ও বাহিরে নিত্য ঘোরে।

এই দেশে—
রঙ-করা রূপ দেখে' ঢঙ করা কথা শুনে' মূঢ় মন ভোলে, আসে পথে,
রোদে পুড়ে জলে ভিজে পথে-পথে ঘোরে, আর
মনে মনে কত স্বপ্ন দেখে।
দেখে বুঝি, বন্ধু তার এনে দেবে সুখশান্তি পরনে কাপড় একাধিক
ক্ষুধায় আহার আর শয়নে সঙ্গিনী প্রাণময়ী।
কত স্বপ্ন কত আশা·· মাথা হ'তে ঘাম ঝরে পায়ে,
আকাশে প্রখর সূর্য দারিদ্র্য জ্বালার মত বাড়ে—
শুষ্ক মুখ···শীর্ণ দেহ···জীর্ণ বাস·· বিদ্রোহী উদর
মিছিলে মিছিলে বাড়ে, ডাক ছাড়ে অনন্ত আশ্বাসে,
মুহূর্ত করে না প্রশ্ন: কারা কারে করে প্রতারণা।···
তারপর সন্ধ্যা হ'লে শান্ত সব ঘরে ফিরে যায়
চাঁদা করে মেয়ে আনে—ট্যাপা-টেঁপা কালো-কোলো মেয়ে,
তাড়ি খায়, হল্লা করে, সারারাত ঢোল পেটে, নাচে,
সামান্য বচসা হ'লে গুঁতোগুঁতি লাথালাথী করে,
তারপর শ্রান্ত হয়ে শুয়ে থাকে শুয়োরের মত,
মুখেতে গাঁজলা ওঠে, কারো মুখে রক্তাক্ত গয়ার,
কোমরের বস্ত্র ফেলি কেউ-বা, সন্ন্যাসী যেন
আনমনে বিড়্‌বিড়্‌ বকে,
মুহূর্ত করে না প্রশ্ন মোড়ল তাদের কোথা করে কুমন্ত্রণা,
সাধি' স্বার্থ গুপ্তগৃহে কোথা কারা সুকৌশলে আঁধারে মিলায়।

এই দেশে—
প্রেম নাই, প্রাণ নাই, আলো নাই, সত্যকার আলো।
যে-তিমির সে-তিমির এ-দেশের প্রাকৃতিক শোভা
এ-দেশ আমার নয়
এ-দেশ যাদের হয় হ'ক।

সেই দেশ নমো নম অনুপম সুন্দর স্বদেশ,
যে-দেশে সূর্যের মত আমার সন্তানদল প্রকাশের পায় অধিকার :
এ-দেশ আমার নয়
এ-দেশে রাত্রির অন্ধকার।
ধ্যানের সমুদ্র মথি' যে-দেশে অন্বেষি আজ-ও, কবি
চোখে যার আশ্চর্য সকাল,
আর বক্ষে নিত্য সম্ভাবনা,
সে-দেশের মাঠে ধান, রাশি-রাশি ধান, দুধে ভরা,
হাটে ও বাজারে সেথা ন্যায্য দর··· স্বর্ণাভ সাধুতা,
খেতে ও খামারে আর শহরে বন্দরে সেথা ন্যায্য পরিশ্রম, ন্যায্য মান,
ঘরে ঘরে সুখ সেথা, বুক ভরা সুখ স্বস্তিভরা,
দেহে স্বাস্থ্য অত্যুজ্জ্বল, মনে বল, চরিত্রে দৃঢ়তা,
মন্দিরে মসজিদে সেথা সত্যকার ধর্ম উপাসনা,
মিছিলে-মিছিলে প্রেম, সভায়-সভায় সখ্য
মানুষে-মানুষে শিষ্টাচার···
লোভ নয়, ক্ষোভ নয় স্বার্থ নয়, ষড়যন্ত্র নয়,
সাধকের দিব্য-স্বপ্ন মূর্ত সেথা বাক্যে ব্যবহারে—
সে-দেশ কি এই দেশ ?

এ-দেশ আমার নয়
এ-দেশ যাদের হয় হ'ক।

ভূতের গল্প

অতএব এ মিথ্যা বিলাপ ; পৈশাচিকী নৃত্যলীলা
জগৎ জুড়ে হউক অভিনয় ।

কিরণধন চট্টোপাধ্যায়

অমার কবরে হৃদয় ঘুমায় যবে
কামনার ভূত বারপথে বাহিরায় ।
আকাশে বাতাসে বেড়ায়, তাপৈ তালে
নাচে, নাকি-সুরে গায়, ট্যারা-চোখে চায় ।
বায়ুভরে নামে ধরাতে আয়ুর হাটে
উঁকি মারে, আর চোখ ঠারে, পড়ে গা'য় ।
অমার কবরে মানুষ ঘুমায় যবে
কারা যেন সব ভূত হয়ে প্রাণ পায় !

অমার কবরে হৃদয় ঘুমায় যবে
সারা পৃথিবীটা ভূতে-ভূতে ভরে' যায় ।
খালি মনে হয় : ওই বুঝি ওত্ পাতে,
মনে মনে ভয় : এই বুঝি ধরে' খায় ।
ভূতেদের পুত্ সদা খুঁত্খুঁত্ করে
আগানে-বাগানে ঘরে-পরে, আলো-ছায় ।
অমার কবরে মানুষ ঘুমায় যবে
পৃথিবীটা কাঁপে ভূতেদেরি প্রহরায় ।

আমার কবরে হৃদয় ঘুমায় যবে
ভূত আর যত পেত্নীরা প্রাণ পায় ।
রোগা বুকগুলো সাহসে চওড়া করে
হুঙ্কার হেনে' ধায় চীনে, কোরিয়ায় ।
ঈগলের মত ঠোঁট নাড়ে, লেজ নাড়ে,
মত্তে বাঁকা হয়ে গোঁৎ খায় ।
অমার কবরে মানুষ ঘুমায় যবে
সারা ধরা ভরে ভূতেদেরি ব্যবসায় ।

আমার কবরে হৃদয় ঘুমায় যবে
ভূতেরা তখন সাধু হতে বুঝি ধায়
দিনের আলোকে উ-নো-দের দরবারে,
আঁধারে পাঁদারে কুনোদের আড্ডায়।
'শান্তি শান্তি' পরম শান্তি বলে—
'বোম' বলে' শিবনেত্ররে উল্‌টায়।
আমার কবরে মানুষ ঘুমায় যবে
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় নীলাকাশ ঢেকে' যায়!

কবরের কোলে হৃদয় ঘুমায় যবে
(জানো তো সবাই কত সুখ কোলে শুতে!)
মানুষ বেহুঁস—অবারিত সুখে তাই
ঘুরে ফিরে কত কীর্ত্তন করে ভূতে
কপালে তিলক, গায়ে লেখা রাম-নাম।
(রাম নামে ভূত পালায়, না প্রাণ পায়?)
ত্রেতার বানর নেচেছিল রাম-নামে
কলিযুগে ভূত রাম-নামে গান গায়!

—

নাটকের শেষদৃশ্য

আমি শুনে হাসি, আঁখি জলে ভাসি এই ছিল মোর ঘটে
তুমি মহারাজ, সাধু হ'লে আজ...

রবীন্দ্রনাথ

এ-সুখ রবে না জেনো। এই আবদার,
অত্যাচার, দাপাদাপি, লাফালাফি, আর
কথায় কথায় ধর্মঘট, ভালো চাও
বন্ধ করো। তারপর ঘরে ফিরে যাও,
হাসো, কাঁদো। কথাটি কব না। থাকো
ভালো ছেলে সব, ভালোভাবে থাকো, ডাকো
ভগবানে। ধর্ম কর। রামধুন গাও
সুখ পাবে, সুর পাবে। পাও কি না-পাও
একবার গেয়ে দেখ। গান শেখ। পাবে
শত মজা। রামনাম গেয়ে তুমি যাবে
মন্দাকিনী তীরে, আহা, উর্বশী আসবে
হেসে, হাতে ফুলমালা, কত যে বাস্‌বে
ভালো, ইহলোকে তুলনা কি আছে? ...নাই
ওরে নাই ...

ইহলোকে সুখ কোথা পাই?

ইহলোকে সুখ নাই, কত কী তো পাই,
সুখে আছি? ...যুবতীর প্রেমসঙ্গ চাই,
চাই, পাই, তবু কোথা সুখ? ...কত মুখ
মনে মনে স্মরি, স্বপ্নমোহে প্রেমোন্মুখ
আবেশে ঘুমাই: কামনার কত ফুলে
মালা গাঁথি সুখের স্বপনে; দিই তুলে'
কত কণ্ঠে নেশাঘোরে; দুই চক্ষু ভরি'
মরি মরি হেরি কত রতি। বক্ষে ধরি
রূপের আরতি। মনে করি, সুখে থাকি,
সুখে বুঝি থাকি? বিশ্বাস করো না নাকি:
এ-জীবন অনন্তদুঃখের? ... দুঃখ দুঃখ

একমাত্র দুঃখ সত্য। এ-জগৎ রুক্ষ
মর্মহীন। যা' চাই তা' পেয়ে-ও তো থাকি
দীন অতিদীন।···বিশ্বাস করো না নাকি?

যুবতীর সঙ্গ আর আকাশের চাঁদ
আর কিছু মদ, ব্যস, এর বেশি সাধ
কখনো করি নি। বাপের অঢেল টাকা,
এতটাকা, আমি কি চেয়েছি?···যায় রাখা
ক' খানা-বা গাড়ী?··· তিনখানা··· পাঁচখানা?
আরো? তবে দশখানা?···তার বেশি আনা
বিদেশে মাশুল দিয়ে বোকামি কি নয়?
ও-সব ঝামেলা, বাপু, যার সয়, সয়,
আমার সয় না। তার চেয়ে আনমনে
থাকি না চাঁদের পানে চেয়ে। কুঞ্জবনে
কাঁদি না এ ভক্তবুকে শ্রীমতীরে নিয়া!···
যাই বল, এ-জীবনে—মনোমত প্রিয়া
যদি-ও বা মেলে, মেলে আর-ও মধু-নাম
তবু সুখ নাই। নাই, নাই। অবিশ্রাম
এ-জীবন অনন্ত দুঃখের। দুঃখ, দুঃখ
শুধু দুঃখ হেথা। এ-তত্ত্ব-বচন সূক্ষ্ম
কে বা খোজে, কে বা বোঝে! কারে বা বোঝাই:
সুখ নাই, সাকি চাই, সুরা চাই তাই।

সাকি আর সুরা আর আকাশের চাঁদ
বুকে নাও, কিছু সুখ পাবে। মনসাধ
কিছুটা মিটবে। ··· ও চাঁদ তোমার নয়?
সবার সোনার চাঁদ কেন ভুল হয়
আমার একার বলে? ···নেবে তো নাও না,
মাচায় বিছানা পেতে কেউ কি যাও না

চাঁদে ? মিথ্যাবাদী । চোর । চুরি করে' যাও
চাঁদে । লুট করো চাঁদের ভাঁড়ার । পাও
যত, তারো বেশি চাও ! চাও তো নাও না
যত পার । পার যদি কিছুটা দাও ন
সঙ্গীদের, তারা তালে ভালোলোক হবে,
নেশাখোর বুঁদ হবে, মিঠে কথা কবে
সুর করে' । প্রাণে রবে সুখ আর সুর ।
...তাতো নয়, শুধু কাঁদা ! শুধু ঘুরঘুর
করা । দ্বারে যাওয়া । মরে যাওয়া । মরে ভূত
হওয়া । আর খাঁই-খাঁই, খিদে, খুঁত্‌খুঁত্‌ । ...

তোমরা থাক না ভালো তোমাদের দোষে,
আমি আর কি করতে পারি ? বৃথা রোষে
গাল দাও, দ্বারে এসে দাপাদাপি করো
সারাদিন ! কথা শোন, ভাল চাও, সরো,
ইচ্ছা হয় ঘরে গিয়ে কাঁদো যত পারো,
বল্‌তে যাবো না কোন কথা ।- পথ ছাড়ো,
ভদ্র হও, চেঁচামেচি ক'রো না এখানে ।
এতটুকু প্রেম আর নেশা নিয়ে প্রাণে
পড়ে আছি একধারে । জানো নাত কেউ
এ জীবন কত যে দুঃখের । কত ঢেউ
ওঠে দুশ্চিন্তার ! নিজেরটি নিয়ে আছ,
নিজেরটি হ'লে খুসি । গান গাও বাঁচো,
প্রাণ পাও । অথচ বোঝ না কেন প্রাণে
আমারও প্রাণের প্রয়োজন ? কে না জানে
কত সাধারণ আমি ! সামান্য আহার,
পোষাকের-ও ঘটা নেই । নেইক বাহার ।

শুধু এতটুকু নেশা। এতটুকু সুখ।
একটু আরাম। এতেই পাঁজর. বুক
চড়্‌চড়্‌ করে? হায়, এটুকু সবে না
এত ঈর্ষা।···এত আবদার?
জেনো
এ-সুখ রবে না।



আমাদের কবি

I am the voice of the people.
I was born in the night
I am the voice of the people ..
Demanding the Light
F. C. Boden.

তোমাদের কবি আছে, আমাদের কবি কোথা পাই? ...
আমাদের কবি হবে? ধ্যানশান্ত ভাব-নীলাম্বরে
অগম্য রহস্যলোকে নক্ষত্রের স্বপ্ন-সভা তলে
বহুকাল ছিলে, আজ নেমে এসো আমাদের ঘরে,
আমাদের কবি হও, আমাদের কথা কও, কবি।

তোমাদের কবি আছে, আমাদের কবি আজ নাই।
আমরা কি নাই তবে? আমাদের নাই দুঃখ, সুখ?
নাই আশা, ভালোবাসা, বাঁচার পিপাসা, মাতৃভাষা?
আমরা কি মৃত পিরামিড্ .... অযুত বৎসর ধরি
লক্ষ ঝঞ্ঝা বক্ষে বহি' রবো শুধু নিস্পৃহ প্রস্তর?
অলক্ষ্যে প্রত্যক্ষে নিত্য কালের অনন্ত অত্যাচার
জাগিবে বিক্রুষ্ট হর্ষে ঊর্ধ্বে অধে, দক্ষিণে ও বামে,—
আঘাতে সংঘাতে ক্ষিপ্ত রচি' যাবে রুদ্র ইতিহাস—
আর মোরা সে-রুদ্রের রবো শুধু মৃত ক্রীড়নক,
অথবা নিশ্চল সাক্ষী ও-তার সদম্ভ গতিবেগে?

আমাদের কবি নাই... আমাদের কবি নাই কেন?
অনাদরে, অবমানে এমনি কি হয়ে গেছি, কবি,
মনে হয়, মরে গেছি যেন? .. আমাদের যে-জীবন
ক্ষোভে, খেদে, হাহাকারে, আশায়-নৈরাশ্যে নিত্য জাগে,
সে-জীবন-চেতনায় নাই তত্ত্ব, শিল্পের প্রেরণা?

কাহার প্রতীক্ষা লাগি' রাত্রি তবে জাগি রুদ্ধ-শ্বাসে?

মৃত্যুরে অমৃত বলি' রচি নাক গানের সান্ত্বনা,
অথবা মৃত্যুর মুখে নাহি করি আত্মসমর্পণ
শঙ্কাভরে। মৃত্যুরে স্বীকার করি সমর-প্রত্যাশী
মোরা, জীবনের সেনা ··· নিষ্ঠাভরে করি পরিশ্রম.
ছলনা বঞ্চনা নাহি জানি। ···স্পষ্ট কথা, স্পষ্ট ভাব,
সুস্পষ্ট চোখের ভাষা তীক্ষ্ণ তীব্র আলোর মতন ···
বাক্যের জড়তা নাই, চিন্তার জড়তা নাই, আর
যা' বলি' তা' কাজে যাই করি।...ঈশ্বরে বিশ্বাস করি,
যদিও তিলক ভালে নিই নাক শ্রীরামের নাম
হাটে ও বাজারে। মনে মনে ধর্ম করি। সত্য বলি,
সত্য পথে চলি। কভু কারো দ্বারে বাড়াই নে হাত
পেটের কারণে, কিংবা প্রেমের তৃষ্ণায়। উপবাস
সে-ও ভালো, ভিক্ষা-অন্নে জীবন যাপি না। হাসিমুখে
মেনে নিই ন্যায়ের বিধান। তা' বলে অন্যায় সাথে
মীমাংসা করি নে কোনদিন। মানুষের অবমানে
এ-আমার অবমান জানি। তাই ধরি রুদ্রবেশ,
জাগাই বিদ্রোহ আর লাগাই সংগ্রাম ····

কবিবর,

এই আমাদের কাব্য, জীবনের মহাকাব্য-গান,
এই চিত্র, এই স্বপ্ন তার। এই কাব্য গাহ, কবি,
গাহ উচ্চে : আমরা-ও আছি। আমরা সকলে, গাহ,
বাঁচিবার চাই অধিকার : কর্ম্ম চাই, গৃহ চাই,
চাই গৃহ-সুখ, চাই স্বস্তি-শান্তি স্বাস্থ্যের আরাম,
চাই শিক্ষা, শিক্ষার সুযোগ। নারী চাই প্রেমরূপা,
পুত্র চাই শক্তিমান, কন্যা স্বাস্থ্যবতী। জনলোকে
চাই ন্যায্য অধিকার ছোট-বড় সবার সকাশে,
চাই মানুষের অধিকার।···বিনাশ্রমে খেতে চাই
এমন নির্লজ্জ মোরা নহি। পর-শ্রমে খেতে চাই

এমন নিঘৃণ্য মোরা নহি। আমরা মানুষ। নহি
পশু বা ভিখারী।...

কবি, সোজাকথা বলো। স্বচ্ছ হও।
স্বচ্ছ হও আলোর মতন। ভবিষ্যের মহাকবি,
আমাদের কবি হও ...আমাদের অনেক অভাব,
আমাদের সূর্যে চন্দ্রে বৃক্ষে বিহঙ্গমে দাও ভাষা,
আমাদের দেহে মনে আত্মায় আত্মায়ে দাও ভাষা,
আমাদের সুখে দুঃখে স্বপ্নে ও সংগ্রামে দাও ভাষা,
আমাদের ভাষা দাও স্বচ্ছ দীপ্ত সহজ সুন্দর—
আমাদের কবি হও, কবি।... অমাচ্ছন্ন রাত্রিমাঝে
যাহার প্রতীক্ষা লাগি' দীপ জ্বালি অনুরাগী শত—
সারঙ্গে তুলিয়া সুর কহ কবি: তুমি সেই কবি।



অভিসার

ইহারা—উড়ে উড়ে বসবে অনেক হৃদয় জুড়ে
এ গানে—মানিনীদের মান অভিমান যাবে দূরে।
এরা সব—পাথার হাওয়ায় উড়িয়ে বাধা তরুণ জগৎ
জিনবে অবশেষে॥
কালিদাস রায়

আমি তবে যাই,
আজ যাই।
রাত্রি-অন্ধকারে তারা নিত্য যেন করিছে আহ্বান,
কহিছে বিচিত্রছন্দে ইঙ্গিতে সঙ্গীতে কত কথা,—
যাই যাই,
আমি তবে যাই॥

ছোট ছোট সুর আর সুখ
ছোট ছোট ভালোবাসা,
চেতনা-বেদনা,
হাসিমুখ,
ছোট ছোট আশাভরা বুক
ছোট ছোট কাঁদাহাসা
সাধনাকামনা,
শোকদুখ—

আমারে আহ্বানে নিত্য···
আজ-ও তারা বেঁচে আছে তবে?
স্থূলত্বের অন্ধতায় মত্ত যবে বিশ্ব-বসুন্ধরা
আঁধারে প্রেতিনী সমা নাচে—
তারা মোর বেঁচে আছে:
ছোট ছোট সুর আর সুখ?
তারা মোর জেগে আছে:
সাধনাকামনা, হাসিমুখ?

...অপার আশ্বাসে হর্ষে
বুকে তুলে লই ছন্দোবীণা।

কোথায় তারা ? ...এই যে তারা ...ছোট্ট ফুলের স্বর্গ-পুরে,
ছোট্ট পাখীর কল্প-সুরে।
ছোট্ট বীণার সূক্ষ্ম তারে,
ছোট্ট বুকের দুঃখ ভারে।
ছোট্ট গেহের গানোল্লাসে,
ছোট্ট প্রেমের প্রাণোল্লাসে,
ছোট্ট ব্যথার ব্যঞ্জনাতে,
ছোট্ট কথার গঞ্জনাতে !
ছোট্ট মোহের অগ্নিদাহে
ছোট্ট আশার স্বপ্নছায়ে।
ছোট্ট শিখার সূর্যরূপে
ছোট্ট ধূপের গন্ধ-কূপে।
—এই তাদেরি দুর্গে যখন করব প্রবেশ গুপ্তভাবে,
দেখব লঘু লাস্য-লীলা সুপ্তভাবে,
হঠাৎ তখন—
চম্‌কে তারা, থম্‌কে তারা :
'দুর্গে কে-ও ?'
বল্‌লে পরে—
'সেই যে যারে করতে স্নেহ
নূতন মায়ের শঙ্কা-ভয়ের ছন্দ হয়ে,
নূতন প্রেমের মৃত্যু-মধুর গন্ধ হয়ে,
নূতন আশার হঠাৎ জাগার স্পর্শ হয়ে,
নূতন ভাষায় আকুল নেশার হর্ষ হয়ে,
সেই যে যারে...মনে কি নেই ...করতে স্নেহ ?'
হঠাৎ তখন—

কী উৎসাহে সকল গেহ
উঠ্‌বে দুলে !
ছুটবে পুলক দিগন্তরে,
লুটবে ধরায় বসন্তেরি বাতাসভরে
তাদের যত সুরের মোহ ।
কী বিদ্রোহ
জাগ্‌বে রে—
সুরের মোহে রূপের মোহে কী অনুরাগ
রাগ্‌বে রে ।
হঠাৎ ধরা অন্ধরাতের দুঃস্বপনের জাল ছিঁড়ে'
মৃত্যু-কালাকাল ছিঁড়ে'—
উঠবে জাগি' এই জীবনের মুক্তিবাণীর ক্রন্দনে
তুচ্ছ মোহের বন্ধনে
উচ্চসুরের স্বর্ণ-সোহাগ ঝরবে ।
ধরার অঙ্গনে
বসন্ত কি চাস্ ফোটাতে ?
আমার গানের রঙ্গ নে ।
বল্ তবে, আজ আন্‌তে যাই
তাদের সবে আন্‌তে যাই ।
তাদের সুখে তাদের দুখে
মরমভরে মান্‌তে যাই !
যাই রে যাই···
যাই, যাই ।

যাই তবে যাই
আজ যাই।
যাই তবে উদ্ধারিতে অপহৃত বন্দী সুরগ্রামে।
অন্ধতার অহঙ্কারে স্বপ্নহীনা
এ-পৃথিবী যবে
মৃত্যুর সাধনা করে,
অমৃতের স্বপ্ন অভিসারে
হে কবি-সারথি, চলো যাই।

অন্ধতার স্তূপ ঠেলি'—
হয়তো অনেক দূরে
যোজন যোজন পথ দূরে
তাদেরে আনিতে হবে যেতে।
হয়তো অনেক দূরে
গভীরে গভীরে—আরো গভীরের দূরতম পথে
তারা মোর আছে, চলো যাই।

কে আমার সঙ্গী হবে,
কে হবে সঙ্গিনী ?…



আধুনিক ছড়া

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।

রবীন্দ্রনাথ।

ঘাসের শিরে কোমল কচি ফুল
ফুলের কানে প্রজাপতির প্রেম,
প্রেমের চুপি-সুরে, না-না,
সুরের জরি-রূপে
ইন্দ্রধনুর স্বপ্ন যেন
আনন্দে চুলবুল্!
কবি, কোমল কচি ফুল
তাতে প্রজাপতির ভুল
তাতে ইন্দ্রলোকের সুর
আমি রইব না আর ঘরে, এবার
যাব হেতমপুর ॥

ভাঙাঘরে কিশোর কবির গান
গানের ভাবে বিশ্বজয়ের মন,
মনের অধীরতায়, না-না,
অধীর গভীরতায়
আকাশনীলের মৌন যেন
ব্যথায় ম্রিয়মাণ।
কবি, কিশোর-কবির গান
তাতে বিশ্ব অভিমান
তাতে অতল ব্যথার সুর
আমি রইব না আর ঘরে, এবার
যাব হেতমপুর ॥

অনাথ মেয়ের কাজল-কালো চোখ
চোখের তলে সাত সায়রের জল,
জলের ঢেউ-এ ঢেউ-এ, না-না
ঢেউ-এর তলে তলে
স্বপ্ন যেন সন্তরি' হয়
লাখ জনমের শোক

•

কবি, কাজল-কালো চোখ
তাতে অতল সায়র-লোক,
তাতে স্বপন শোকের সুর—
আমি রইব না আর ঘরে, এবার
যাব হেজম পুর ॥

রোমান্তিক

There midnight's all a-glimmer, and noon a purple glow,
And evening full of the linnet's wings.

W B Yeats.

মনে হয়—
অনেক অনেকগুলি রতিরম্যা মন
আমার চৌদিকে যেন ফেরে।...
মন কি নিঃশ্বাস ফেলে, ফেলে দীর্ঘশ্বাস ?...'
আমার বুকের পরে সুরাভত কোমল নিঃশ্বাস
কেন পড়ে ?
মনের কি হাত আছে ?...
জড়াতে আমার কণ্ঠ, অন্ধকারে মনে হয়
কত হাত করে কাড়াকাড়ি।

হাতে হাত সার বেঁধে' তারা সব আসে।...কারা তারা ?
কালের কবরে বন্দী প্রেম-প্রতীক্ষায় শ্রান্তা ...তারা ?
কোনো যুগে প্রেম চেয়ে হ'ল প্রত্যাখ্যাতা · সেই তারা ?
কোনো যুগে মন পেয়ে মন ভরিল না... সেই তারা ?
কোনো যুগে ভালোবেসে, ভালোবাসা না ফুরাতে
হ'ল কালগতা... সেই তারা ?

কারা ফেরে
চৌদিকে আমার ?

তারা কি, তারা কি, যারা দূর হতে মনে মনে
চেয়েছিল মন ?
অথবা যাদের আমি স্বপনে চেয়েছি, পাই নাই,
গোপনে ফেলেছি ক্লান্ত বিরহের দীর্ঘশ্বাস ··তারা ?

কারা ফেরে
চৌদিকে আমার ?

গোপনে তারা কি, যারা যুগে যুগে কবিস্বপ্নে
যৌবন প্রেরণা, প্রেমরূপা :
হেলেন-ক্রেসীডা-বিয়াত্রিচে,
দময়ন্তী-শকুন্তলা মার্গারেট-কর্পূরমঞ্জরী,
মালবিকা-ম্যাড্‌লিন-রোজালিন্দ-রেবেকা-রোহিনী ?

হাতে হাত সার বেঁধে তারা সব আসে। গান গায়
অশ্রুত গানের সুরে চমকি' ছলকি' ওঠে
অন্ধকারে দৃশ্যহীন আলোর প্রবাহ ....
প্রবাহ কোথায় যায়—প্রবালখচিত কোন্ দ্বীপে ?
সেথা কোনো 'নসিকেয়া' রহে বুঝি কারো প্রতীক্ষায় ?
সেথা কি 'মিরান্দা' কোনো যাপে শ্রান্ত নিঃসঙ্গ রজনী ?
সেথা কোনো 'ফিলাস্থিয়া'
অথবা 'প্যাসেল' কাঁদে
গোপনে গুমরি' ?
সেথা কোনো দস্যুকন্যা, হয়তো 'হেইডি' বুঝি
ম্রিয়মাণা প্রিয়র বিরহে ?

অনেক অনেকগুলি রতিরম্যা মন
আমার চৌদিকে যেন ফেরে !
কী যেন বলিতে চায়...আমি কি শুনেছি কারো বাণী ?
কেন মোর চিত্তাকাশে নিত্য জাগে সুরের তারকা ?
কেন অনুরাগে প্রাণ আনচান করে, কেন
সমুদ্র আন্দোলি' ওঠে যৌবনের শোনিত প্রবাহে ? ...
কে বা কারা ... কী যে বলে...
কিছুই বুঝি না, গান গাই,
যা শুনি শুনাতে চাই.... পারি না গুমরি' মরি খেদে।

তারপর কোনোরাত্রে
রাগরম্যা কোন একা মন
আমার শিয়রে এলে
চুপি-চুপি মন দিয়ে মন বেড়ি তার।
মনের কি হাত আছে ?···
হাত দিয়ে ধরি দুটি হাত
মনের কি চোখ আছে ? ··
সারারাত হেরি রূপবিভা।
মনের কি ঠোঁট আছে ?   ঠোঁট দিয়ে ··
···ঠোঁট নাই ?···
কেন তবে মনের পিপাসা ?
কেন আসা···কেন জাগা ···কেন অর্থহীন
গন্ধ-গীতি ?

নিষ্কম্প নিষ্প্রভ রাত্রি, সম্মুখে আকাশ অন্ধকার।
তবু তার বুক চিরে বিদ্যুৎ-লেখার মত
জ্যোতির প্রবাহ-ফল্গু জাগে।
আর সেই ফল্গুধারা ধায় দূরে, আরো দূরে
স্বপ্নময় কোনো রত্নদ্বীপে !
সেই রত্নদ্বীপে, ভাই, যারা নাই, তারা আসে,
যারে চাই, সে ও আসে,
ললিত বিলাসে গান গায়।

কেন আমি শুনি সেই গান ?···
যা শুনি শুনাতে চাই কেন ?
কেন-বা জ্বালাতে চাই স্বপ্ন হ'তে সুরের প্রদীপ ?···
পারি না গুমরি' মরি··· চারিপাশে হাসে অন্ধকার।

স্বপ্ন ও সংগ্রাম

But you, a new brood ..greater than before known
Arouse ! for you must justify me.
Walt Whitman

তবু-ও আশ্বাস আসে ! মনে আসে নীলাম্বর হতে
অনন্ত আশার সূর্যস্নেহ ! বসন্তের বায়ুস্রোতে
ভেসে আসে যৌবনের দিব্য উন্মাদনা, পুষ্পপ্রায় ....
আজিকার এ-বিষাদ, কাব্যহীন জীবনচ্ছায়ায়
ফলহীন, পুষ্পহীন কাকবন্ধ্যা কামনা বিশ্রাম,
ম্রিয়মাণা কল্পনার ক্ষীয়মানা সাধনার নাম,
মুহূর্ত মেলে না আর কোনো মেঘ আমার আকাশে :...
কারা যেন স্বপ্ন সম উষার আঁধারে মোর পাশে
চুপি-চুপি আসে, কথা কয়। আমার সর্বাঙ্গে, মনে
রোমাঞ্চ জাগায় আচম্বিতে। শুনি যেন ক্ষণে ক্ষণে
নব সান্ত্বনার সুর, নেমে আসে নীলাকাশ বাহি'
বাঁচার উদগ্র আশা, কান্ত ভাষা : 'কবি, ভয় নাহি'।

দেখেছি দুচোখ ভরি' জীবনে অজস্র অবনতি,
দানবস্বামীর হাতে মরেছে সহায়হীনা সতী
মর্মহীন উৎপীড়নে। ...দেখেছি পেটের লাগি কভু
সন্তানে মা ঠেলে দেছে পশুর খাঁচায়। কান্না তবু
নাই চোখে। পাথরের চোখ যেন অন্ধকারে জ্বলে। ...
ধর্মধ্বজী সাধু সব, দীপ্ত-ভাল-তিলকের তলে
দেখেছি, লালসারঙ্গে তলে-তলে কত লীলা করে। ...
দেখেছি, দারিদ্র্যজীর্ণ জনকের দুঃখদীর্ণ ঘরে
ক্ষয়রোগে কাশরোগে অকালে মরেছে কত ছেলে
বক্ষে জ্বেলে' কত স্বপ্ন-আশা ! একমুঠো খেতে পেলে
কোনোমতে বেঁচে যারা কত পুষ্প উপহার দিত
পৃথিবীর মরুমর্মে ! ...প্রতিদানে বেশি কী যে নিত !

তবু-ও আশ্বাস জাগে : হবে জয় নহি কাপুরুষ :
নৈরাশ্যের হাহাকারে অন্ধকারে হব না বেহুঁস্,
অথবা মৃত্যুর পায়ে আপনা বিকায়ে, প্রাণ-ভিখা
মাগিব না মিথ্যার সকাশে ! বক্ষে জ্বালি অগ্নিশিখা
সেই অগ্নি সাক্ষী করি' এই আমি করিলাম পণ
স্পর্ধিত মৃত্যুর মুখে শঙ্কাহীন আমি সর্বক্ষণ
দাঁড়াব দ্বিগুণ স্পর্ধাভরে প্রাণভয়ে, স্বার্থভয়ে
সঞ্চিত বিত্তের কিছু ক্ষতি হয়—এই তুচ্ছ ভয়ে
শক্তিমান বঞ্চকেরে দিব না সম্মান বারংবার
নিঃশঙ্ক সংগ্রামে যাব উলঙ্গিতে মুখোস তাহার,—
প্রদর্শিব বিশ্বজনে : কোন্ মৃত্যু ফেরে ঘরে ঘরে
বন্ধুবেশে ! বক্ষরক্ত ছলে ও কৌশলে পান করে !

আমি মানুষের পুত্র : বাঁচিবার আছে অধিকার
মানুষের পৃথিবীতে। পশুর ঔরসে জন্ম যার
সে থাক মৃত্যুর সাথে মিতালি পাতায়ে। প্রবঞ্চনা,
তোষামোদ, তুচ্ছ লাগি' উচ্চে পরিহার, পাপমনা
পশুরা করুক আর মৃত্যু-সুখে বাঁচে তো বাঁচুক।
আমি মানুষের পুত্র—এই সে-সত্যের স্বপ্ন-সুখ
আমারে দিয়েছে মন্ত্র : বীর্যবলে বাঁচিতে না-পারা
পৃথিবীতে একমাত্র পাপ। আমার পশ্চাতে যারা
আসিছে জন্মের পথে, বক্ষে স্বপ্ন, বাহুতে সংগ্রাম,
তারা কি বধির ভাবো তোমাদের মত ?··· লিখিলাম
রক্তের অক্ষরে যে বারতা, হায়, জানিবে না তারা
উৎকর্ণ উৎসাহে ক্ষিপ্ত ?····মুক্তিস্বপ্নে আছে তবে কারা ?

আমার পশ্চাতে যারা আসিছে শতাব্দী অবসানে
ধ্যাননেত্রে দেখিনু তাদের। প্রাণদীপ্ত অভিমানে
দুলিছে ফুলিছে তারা ভীমবীর্য সমুদ্রের প্রায়।
কালের বন্ধনে বন্দী বিক্রুদ্ধ বিক্ষেপে তারা হায়

রুষিছে ফুঁসিছে নিত্য অলক্ষ্যের তীরে ও প্রান্তরে।
তারপর একদিন ধরিত্রীর প্রতি ঘরে-ঘরে
শতাব্দীর অবসানে ছিঁড়ে' ফুঁড়ে' অমাচ্ছন্ন রাত
দুর্বার বিদ্রোহী যত অকস্মাৎ দানিবে সাক্ষাৎ
নয়নে আনিবে ধার' নভ হতে চন্দ্র ও ভাস্কর।

সে-দিনের সেই সত্য স্বপ্ন হয়ে নামে মম পর
সীমাহীন নীলাম্বর হতে। অনন্ত আশ্বাস জাগে,
মৃত্যু অন্ধকারে জাগি' অমৃতের সূর্য-অনুরাগে।



'সেই পৃথিবী'

সর্বঃ কামানবাপ্নোতু সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু।
বিক্রমোর্বশীয়ম।

সেই পৃথিবী, সেই পৃথিবীর আমি সাধনা করি—
যেখানে শান্তি আর সাম্য যেন বোনটির বুকে কচি ভাইটি,
যেখানে ধর্ম আর কর্ম যেন একবৃন্তে দুটি সুন্দর ফুল,
যেখানে রাষ্ট্র আর মানুষ যেন রথ আর প্রবীন সারথি,
যেখানে রাষ্ট্র আর রাষ্ট্র যেন এক পরিবারের দুটি যমজ ভাই,
যেখানে মানুষ আর মানুষ যেন এক নাড়ে দুটি প্রভাতী পাখী …

সেই পৃথিবী, সেই পৃথিবীর আমি সাধনা করি—
যেখানে আকাশ সিঁড়ি নামায় সূর্যমুখীর সেজন্যে,
আর পৃথিবী পাখা পায় সূর্যপ্রেমের সৌন্দর্যে।
যেখানে সাগর থেকে বাষ্প উঠে নভোলোকে হয় মেঘের স্বপ্ন
আর মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়ে শ্যামলোকে নামে পরম প্রাণ।

সেই পৃথিবী, সেই পৃথিবীর আমি সাধনা করি—
যেখানে অন্নের সঙ্গে পুষ্পের হয় না প্রতিদ্বন্দ্বিতা,
—একে হনন করে না অপরকে।
যেখানে মানুষ ভোলে না মধুপের আনন্দ,
মধুপ হরণ করে না মানুষের কর্মশক্তি।

আজ একমুষ্টি অন্নের জন্যে আমরা কাঁদি
এক-টুক্‌রো বস্ত্রের জন্যে পাই তাড়না।
ফ্যাক্টরীর চিম্‌নীতে উচ্ছ্রিয়মান ধূম্রের মত
তীব্র অসন্তোষ আজ আকাশ-পথে যায় সর্পিল-গতি।
আজ জ্ঞানীরা বলেন, ভবিষ্যৎ অন্ধকার,
গুণীরা বলেন, এ জীবনে আর বেঁচে কী ফল,—
কবিরা গান বন্ধ করেন যুগভার লজ্জায়
যখন অকবিরা কাব্যের নামে রচনা করে শ্লেষের জঞ্জাল

আর ছুঁয়ো দেয় কবিদের আর কলাবিৎদের :
আজ পার্কে পার্কে রেঁস্তোরায় রেঁস্তোরায়
গুঞ্জরিত হয় জনতার ষড়যন্ত্র :
ঘুণধরা রাষ্ট্রের নিয়মশৃঙ্খল দাও-ভেঙে
দাও ভেঙে পুরাতন আদিম সংস্কার।
উড়াও ঝাণ্ডা, উঁচাও ডাণ্ডা, তোলো হাতিয়ার,
গড় মিছিল।

তবু আমি ভয় পাই নে, প্রিয়তম স্বদেশ !
নীরবে আমি সাধনা করি সেই পৃথিবীর
যেখানে সূর্য থেকে ধর্ম নামে কর্মলোকের ধুলোতে-ও এবং ধোঁয়াতে-ও,
যেখানে ধর্মময় সাম্য আর সাম্যময় ধর্মের আনন্দে
মানুষের মন দ্বন্দ্ব ভোলে, ভোলে সন্দেহ,
আর স্বপ্ন দেখে মানবতার মুক্তির।

মহাকাল

মৃত্যুর দ্বারা সে আমাদের সকলের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত
সেই মহা মৃত্যুঞ্জয়।

রবীন্দ্রনাথ

ভেঙে চুরমার করা হবে শিবের মন্দির,
উপড়ে ফেলা হবে মন্দিরের ত্রিশূল-চূড়া.
কবরস্থ হবে মন্দিরের পুণ্য বিগ্রহ···
মহাকাল, এই যদি তোমার ইচ্ছা হয়,
কে তোমার ইচ্ছা রুখ্‌বে ?

মন্দিরের মহাতীর্থে মাথা তুলবে ফ্যাক্টরীর চিম্‌নী,
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় উঠ্‌বে অমারাত্রির নীল অন্ধকার,
অন্ধকারে কারা-বা কাঁদবে : 'সূর্য কোথায় ?'
আবার কারা-বা গাইবে : 'জ্বালো মশাল' ! ···
মহাকাল, এই যদি তোমার ইচ্ছা হয়,
কে তোমার ইচ্ছা রুখ্‌বে ?

মন্দিরের কাসর-ঘণ্টা হবে কলের বাঁশী,
পূজারীরা হবে ফ্যাক্টরীর চালক,
সকালে সার দিয়ে আসবে চালকের দল,
সন্ধ্যায় সার দিয়ে যাবে কোলাহল করে'—
কোলাহলের সুরে বাজ্‌বে কালের সঙ্গীত !···
মহাকাল, এই যদি তোমার ইচ্ছা হয়,
কে তোমার ইচ্ছা রুখ্‌বে ?

তারপর আর একদিন ফ্যাক্টরীর চূড়া ভেদ করে'
চিম্‌নীর ধোঁয়ায় উঠ্‌বে ত্রিশূলের মত ত্রিধারা
ভাবুক কোনো ফ্যাক্টরীর কবি-কমরেড্‌
ত্রিধারায় দেখ্‌বে ত্রিমূর্তির অপূর্বতা,

আঁকতে বস্‌বে রহস্যের রূপচ্ছবি,
তখন কে তাকে বোঝাবে : ও-সব মিথ্যা ?…
কে তাকে বুঝিয়ে পারবে : ও সব স্বপ্ন ?…
মহাকাল, এ-ও যদি তোমার ইচ্ছা হয়,
কে তোমার ইচ্ছা রুখ্‌বে ?

একদিন যখন কবিপ্রাণ কোনো ফ্যাক্টরীর কর্মী
হঠাৎ উঁকি মারবে ফ্যাক্টরীর অচলায়তন থেকে দূরে—
অনেক দূরে, ওই নীল আকাশে,
চম্‌কে অবাক হবে রূপের সহজ আনন্দে—
হঠাৎ তখন অশ্রুতপূর্ব কোনো কাঁসরঘণ্টায়
পূর্ণ কি হবে না বিশ্বমন্দির ?
অকারণ রহস্যাবেগে নূতন সুর কি ধরবে না কলের বাঁশী ?
কর্মীদল তা' শুনে' আচম্বিতে কি বসবে না স্বপ্নবিহ্বল ?
বিদ্রোহ করবে না যন্ত্রের আধিপত্যের বিরুদ্ধে ?
বল্‌বে না : রুটি…রুটি… রুটি
কেবল রুটি পাকাতেই আমরা আসিনি ?…

মহাকাল এ-ও যদি তোমার ইচ্ছা হয়,
কে তোমার ইচ্ছা রুখ্‌বে ?



‘একটি তারা’

হৃদয় আঁধার তার খেদাইবে দূরে…
সত্য যদি, নিত্য তবে শোভ মভস্তলে।
শ্রীমধুসূদন

অন্ধকার আকাশে ছিল একটি তারা।
সে কি বলল, কবি, কী সে বলল ?
মেঘের আড়ালে আছে আরো তারা,
দৃষ্টি-যায়-না-এতদূরে আরো তারা,
আরো, আরো দূরে আরো তারা—
কতদূরে তুমি যেতে চাও ?…
পথিক, কত দূরে ?

অন্ধকার আকাশে ছিল একটি তারা।
সে কি বলল, কবি, কী সে বলল ?
অন্ধকারের পিছনে আছে সোনার চাঁদ
চাঁদের আড়ালে আছে সোনার সূর্য,
দৃষ্টি-যায়-না-এতদূরে সূর্যের সূর্য—
কতদূরে তুমি যেতে চাও ? …
পথিক, কত দূরে ?

অন্ধকার আকাশে ছিল একটি তারা।
সে কি বলল, কবি, কী সে বলল ?
এক-তারার ঝঙ্কারেই সূর্যের সুর,
একটি তারার আলোতেই সূর্যের পথ,
মন-হারিয়ে যায়-এতদূরে সূর্যের পথ,
কতদূরে তুমি যেতে চাও ?…
পথিক, কত দূরে ?

বৃদ্ধবট

O Pine-Tree, standing at the side of the stone house,
When I look at you,
It is like seeing face to face
The men of old time

The Priest Hakutsu.

বৈশাখের খর-দ্বিপ্রহরে আকাশে যখন জাগে অগ্নিলীলা—
অগ্নিতপা সন্ন্যাসীর মত পথের প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকে প্রাচীন বট।
ভিন্‌গাঁয়ের অসংখ্য পথিক তার তলদেশে আসে ক্লান্ত হয়ে,
রৌদ্রদগ্ধ কত বিহঙ্গ আসে শ্রান্ত ডানায় শাখার আশ্রয়ে,
গ্রাম্য ঘেয়ো কুকুরগুলো ধুঁক্‌তে থাকে গুঁড়ির মুখে মুখ গুঁজে'
রায়েদের ধর্মের ষাড়টা আসে পাড়া বেড়িয়ে, ভোঁস্ ভোঁসিয়ে
আর দূরের ডোবা থেকে ভেসে আসে নিরীহ ব্যাঙগুলোর করুণ আর্তনাদ
বৈশাখের খর দ্বিপ্রহরে আকাশে যখন চলে অগ্নিলীলা।

বৃদ্ধ বট। গ্রামে পিতামহদের প্রপিতামহ।
আগ্‌লে থাকে ক্লান্ত সংসার। দগ্ধ সংসার। অশান্ত সংসার।
শান্ত ছায়ায় যখন এসে বসি-কত কথা কয় এই বৃদ্ধ বট
পাতা নাড়িয়ে ঝুরি দুলিয়ে, পাখী নাচিয়ে কত কথা কয়।
ঈশান কোনে যখন ঝড় ওঠে প্রবল হয়ে
আমি ত্রস্ত হয়ে ছুটে পালাই ঘরের মধ্যে,
ও তখন সহস্র বাহু বিস্তার করে সংগ্রাম করে ঝড়ের সঙ্গে,
সাহস দেয় আমাকে। রক্ষা করে পৃথিবী। অসহায় গ্রামদেশ।

তারপর যখন ঝড় থামে, প্রবল ঝড়, প্রলয় ঝড়,
আমি রুদ্ধবাক্ আনন্দবিস্ময়ে চেয়ে থাকি
ওর শতশিরাবহুল বলিষ্ঠ বীরাঙ্গের দিকে;
যে-ডালকটা ভেঙে' গেছে ঝড়ের অতর্কিত নির্মম প্রহারে
আদর করে' সেগুলোতে হাত বুলাই বেদনার্ত সোহাগে,
এগিয়ে আসি সম্ভ্রমে, শ্রদ্ধায়, দুহাতে জড়াই বটের গুড়ি দেশ

ও একটা ঝুরি দুলিয়ে দেয় আমার গালের ওপর,—
মনে হয় : ও চুমো খাচ্ছে পরম স্নেহাবেশের বিহ্বলতায়।
আর বলছে, ভয় নেই, বাছা ভয় নেই, তোদের ভয় নেই।

কিন্তু চিরদিন-ই কি ও থাকবে এই অভয় দিতে ?
একদিন ও-ও কি পড়ে যাবে না ?
পড়ে যাবে বলেই কি ওর এত প্রীতি, এত স্নেহ, এত শক্তি, এমনি সংগ্রাম

ও যখন পড়ে যাবে, ওর ওপর প্রশস্ত মাঠটা এগিয়ে হবে প্রশস্ততর,
ওর সমাধির ওপর জাগবে সমতল পথের মসৃণতা।
কত মানুষ, কত কুকুর, কত সাপ হেঁটে যাবে ওর ওপর দিয়ে।

বেশ কয়েকটা বছর তারপর কেটে গেলে—
কেউ-ই বোধহয় আর জানবে না : এখানে দাঁড়িয়েছিল বৃদ্ধ বট,
আগলে ছিল ক্লান্ত সংসার। দগ্ধ সংসার। অশান্ত সংসার।

কেবল গ্রামদেশের কোন প্রপিতামহ বিদেশ থেকে কোনদিন এলে
হঠাৎ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চাইবে মাটিতে, এখানে-সেখানে,
কী যেন ছিল, আজ নেই, করবে স্মরণ।

তারপর বৈশাখের কোন খর দ্বিপ্রহরে
আকাশে যখন নামবে অগ্নিতাণ্ডব—
ক্লান্ত পথিক কোন আশ্রয় না পেয়ে আকাশপানে চাইবে আর্তদৃষ্টি,
আর বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো ঘেয়ো কুকুরটা
গা ডোবাবে নর্দমার এঁদো জলে—
তখন তাদের ভাষাহীন কান্নার সুরে প্রাণ দেবে কোন্ নিরপেক্ষ কবি,
কোন্ কবি গাইবে বৃদ্ধবটের মহিমাগান—
বৈশাখের দীপ্ত দ্বিপ্রহরে আকাশে যখন চল্‌বে অগ্নিলীলা ?

হীরামন

Death feeds on his mute voice, and laughs at our despair

Shelley.

পাখীটাকে ওরা মারল, হীরামন পাখীটাকে।...

আকাশে উড়ত আমার স্বপ্নসুন্দর সাধের হীরামন,
নীলসাগরের স্বর্ণসীমায় যেত ভেসে,
হারিয়ে যেত সুর-শূন্যের অন্তহীন মেদুরতায় মাধুর্যে।....

শূন্যলোকে চেয়ে চেয়ে কতদিন তাকে ডাকতাম আনমনে,
কোনদিন-বা শুনত সে আমার ডাক, নামত পৃথিবীতে,
উড়ে আসত দক্ষিণ বাতায়নের মুক্তদ্বারে ...
হঠাৎ তখন দিকে দিকে পড়ত সাড়া,
সুরে কেঁপে উঠত বন্ধনমুক্ত অরণ্যের প্রাণ-যৌবন,
ক্ষেপে উঠত উবর উন্মাদনার অমিতব্যয়ী উন্মত্ততা,
মেতে উঠত মৃণ্ময়ী পৃথিবী।
বনফুল স্বপ্ন ছড়াত অকৃপণ বসন্তের গন্ধোচ্ছ্বাসে,
প্রজাপতি পাখায় পাখায় মেলে দিত
সহস্র বর্ণবিভার অজস্র কল্পাকৃতি,
আর বনচারিণী সুন্দরী অঙ্গনারা
থমকে চমকে চাইত দূরশূন্যের দিশাহারা রহস্যে

স্বপ্নের মত সুন্দর আমার হীরামন পাখী,
তার সুরে ঝরত হীরা-চুনি-পান্না,
আর মৌনে ঝরত সোনা-মণি-মরকত।
সে আমার বসুন্ধরার প্রাণময়ী যেন 'প্রসারপিনা'
এখানে থাকলে মধুমাসের ঐশ্বর্য—
সেখানে থাকলে প্রাবৃটের শ্যামলিমা!

সেই পাখীটাকে ওরা মারল, মারল গুলি করে'।
তারপর বিজয়গর্বে তুলল বিকট চিৎকার...
প্রথমে কোদাল দিয়ে তারা চেঁচে দিল কুসুমঘাস,
তারপর কুড়ুল দিয়ে কেটে ফেলল কুসুমতরু,
তারপর বন্দুক উঁচিয়ে লক্ষ্য করল হীরামন পাখী,
তারপর বিজয়গর্বে তুলল চিৎকার।...
পাখীটার কচি বুকখানা গেঁথে নিল বর্শাফলকে,
মৃতটাকে আকাশে তারপর উঁচিয়ে তুলল বিকৃত পৌরুষের পাশবিক দম্ভে
অট্টহাসিতে আকাশ বুঝি ভেঙে পড়ল মাটিতে
নক্ষত্রের অশ্রু, না-না নক্ষত্র-ই ঝরল
ধারাশ্রাবণে।

তারপর?...না, তারপর হীরামন আমার কবরে শুল ...
আর গান বাজল না আকাশে,
আর চাঁদে রইল না স্বপ্ন,
আর স্বপ্নে রইল না যৌবনের রোমাঞ্চ ,
আর প্রেমে রইল না কবিতা।...

তবু-ও কেন যে কবরের মাটিতে কান পাতি!
কেন যে কাঁদি : হীরামন, আমার হীরামন!
এ কি আমার অতীতদিনের লজ্জাহীন নির্বোধ সংস্কার?
কিংবা এই কথাই কি সত্য, আমার কবি :
'অর্ফিয়ুস' আজ-ও গান গায় 'হেডিসের' কবরে,
জানে না শঙ্কা, মানে না মৃত্যু?

যুদ্ধের ডাক

দুঃশাসনভুজং শ্যামং সংছিন্নং পাংশুগুণ্ঠিতম্
যত্নতঃ ন পশ্যামি কা শান্তি র্হৃদয়স্য মে।
মহাভারতম্।

তারা গণ্ডূষে শুষে নেয় প্রাণ-যৌবনের স্বপ্ন সমুদ্র,
তারা মরুভূমি জাগায় কল্প-মায়ার শ্যাম-অরণ্যে,
তারা সত্যের মন্দির ভাঙে নাস্তিক্যের আণবিক বজ্র-প্রহারে,
তারা সুন্দরের কুঞ্জ পোড়ায় রুটিনীতির লেলিহান জঠরাগুনে,
সৈনিক, তুমি যুদ্ধে যাবে না ?

তাদের হাত-ই সত্য, হাতে চৌর্য-চাতুর্য,
তাদের জিহ্বা-ই সত্য, জিহ্বায় পিপাসার দম্ভ,
তাদের বুদ্ধি-ই সত্য, বুদ্ধিতে প্রভুত্বের প্রতিজ্ঞা,
তাদের পেট-ই সত্য, পেটে বুভুক্ষার হাতিয়ার,
সৈনিক তুমি যুদ্ধে যাবে না ?

তাদের কারুর বুকে যীশুখৃষ্টের ক্রুশচিহ্ন,
তাদের কারুর ললাটে ধর্ম্মরাজের শুভ্রতিলক,
তাদের কারুর মাথায় চতুর্দ্ধীর বক্র-চন্দ্র,
তাদের কারুর হাতে হাতুড়ীর হুঁসিয়ারি,
সৈনিক, তুমি যুদ্ধে যাবে না ?

তাদের সবার মুখেই শান্তির অভয় সঙ্গীত,
তাদের সবার চোখেই সৌভ্রাত্রের দীপ্ত ইন্দ্র-জাল,
তাদের সবার বুকেই বন্ধুত্বের প্রেমালিঙ্গন.
তাদের সবার হাতেই বিশ্বজাতির রক্ষাকবচ,
তরুণ সৈনিক, তুমি যুদ্ধে যাবে না,
যুদ্ধে যাবে না
মানবতার সৈনিক ?

স্বদেশপুরুষ

শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে

হেরিলাম আবির্ভাব। হেরিলাম ভবিষ্যপুরুষ।
সংগ্রামে অটল, ধ্যানে আনন্দ-গম্ভীর সুপুরুষ,
হৃদয়ে মহাত্মা গান্ধী,
দু-হাতে লেনিন।

এশিয়ার মুক্তিদাতা সে-পুরুষ তুমি কি, স্বদেশ?
প্রেমময় মুক্তি, আর প্রাণময় স্বস্তি-স্বপ্নে
তুমি কি সংগ্রাম
মূর্তিমান?

তোমারি আগমধ্বনি রক্তে কি তুলিল আলোড়ন?
তাই কি আকাশে বজ্র, বাতাসে ঝটিকা,
বজ্রতে বিদ্যুৎ-বাহু,
ঝটিকায় গতি?

হেরিলাম আবির্ভাব? হেরিলাম স্বদেশপুরুষ?
ধেয়ানে অনন্ত সূর্য, ধর্মে বিশ্ব, কর্মে মাতৃভূমি?
সাদরে তুলিনু করে
উপেক্ষিতা লেখনীরে পুনঃ।